ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-338 ■ 7 September, 2026 ■ আগরতলা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২০ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিরোধীদের রাজনীতির কোনো মৌলিক জ্ঞান নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। বিরোধীদের রাজনীতির কোনো মৌলিক জ্ঞান নেই, কারণ তারা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই রাজনীতি করে আসছে।ভারতীয় জনতা পার্টির ৪-বড়জলা মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা একথা বলেন। পাশাপাশি এক যোগদান সভার ও আয়োজন করা হয় এদিন।এই যোগদান সভায় ৯৩ পরিবারের সিপি আই এম এবং কংগ্রেস দল থেকে প্রায় ৩৩০ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেব রায় নবাগতদের দলে বরণ করে নেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে আমাদের অনেকগুলো নির্বাচন আসছে। ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আসছে এবং আমরা এনডিএ জোটকে সাথে নিয়ে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। কিন্তু কিছুদিন ধরে বিভাজন করো এবং শাসন করো পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালের কথা মানুষের মনে থাকবে, কীভাবে সিপিএম সরকার গঠন করেছিল। তারা ৩৫ বছর রাজ্য শাসন করেছে। সব জায়গায় ছিল লাল পতাকা এবং লাল সিগন্যালপশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতেও।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে রাজ্যের মানুষ এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সাক্ষী থেকেছে। বিশেষ করে বড়জলা এলাকায়। আমার কাছে যেমন তথ্য আছে, তাদের অনেকেই এখনো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারা কী তালিকা তৈরি করবে, আমরা আগেই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে মহিলাকে মারধর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর ।। বাড়িতে ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে এক মহিলাকে মারধর ও বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল এক দম্পতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ননজলা এলাকায়। অভিযোগ, শনিবার লক্ষ্মী সরকার নামে এক মহিলার উপর হামলা চালান শহিদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিন আগে শহিদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকতে চেয়েছিলেন। তবে কোনও কারণে তাঁদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে দাবি। এরপর শনিবার ওই বিষয়কে কেন্দ্র করেই লক্ষ্মী সরকারের সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। হামলায় লক্ষ্মী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আসন বন্টন নিয়ে দরকষাকষি

বিজেপি-মথার বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বৈঠকে বিজেপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, টিংকু রায়, সুশান্ত চৌধুরী ও বিপিন দেববর্মা। অন্যদিকে, তিপ্রা মথার প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বৃষকেতু দেববর্মা, রোনিয়াল দেববর্মা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

জানা গেছে, বৈঠকে দুই দলের মধ্যে সমন্বয়, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সাংগঠনিক রাজনীতিতে বিজেপি ও তিপ্রা মথার পারস্পরিক সমন্বয় বিশেষ তবে বৈঠকে ঠিক কোন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা সমঝোতা

বিষয় নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের গুরুত্ব পেয়েছে। আগামী দিনে দুই দলের সম্পর্ক আরও কীভাবে এগিয়ে যায়, সেই দিক থেকেও রবিবারের বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হয়েছে, সে বিষয়ে দুই দলের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ফলে বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ সেপ্টেম্বর ।। উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘিতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক দশম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়ার। মৃত ছাত্রের নাম দেবজিৎ দে (১৬)। তাঁর বাড়ি পোল্ট্রি রোড এলাকায়। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুর প্রায় ৩টা নাগাদ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে জগন্নাথ দীঘিতে স্নান করতে আসে দেবজিৎ। স্নানের সময় আচমকাই সে দীঘির গভীর জলে তলিয়ে যায়। বিষয়টি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী হিসেবে বামেরাও নানা রাজনৈতিক চাপে রয়েছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রবিবার দশরথ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা প্রতিবন্ধী অধিকার মঞ্চের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি।

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী-সহ সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সম্মেলনে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা, অধিকার এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে দাবিগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার দাবি করেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময় ৬০ শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকা ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এপিএল বা বিপিএলএই ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হতো না। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এপিএল শ্রেণিভুক্ত প্রতিবন্ধীদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিপিএল শ্রেণিভুক্ত প্রতিবন্ধীরাও নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন না বলে দাবি করেন তিনি।

মানিক সরকারের অভিযোগ, প্রতিবন্ধীদের একাধিক সুযোগ-সুবিধা ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য ঃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ছিনাইহানি সেবাব্রত নার্সিংহোমের উদ্যোগে আয়োজন করা হলো এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির। রবিবার আয়োজিত এই স্বাস্থ্যশিবিরে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিমা ভৌমিক, বিশিষ্ট চিকিৎসক সুব্রত দেবনাথ-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। শিবিরে আগত রোগীদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নির্দেশনাও প্রদান করেন।

এদিন স্বাস্থ্যশিবির পরিদর্শন করেন অতিথিরা। তাঁরা শিবিরের বিভিন্ন পরিষেবা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রোগীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

স্বাস্থ্যশিবির পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। দিনের ব্যস্ততম সময়ে শহরের ব্যস্ত এলাকায় ১৪ চাকার একটি ভারী গাড়ি প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল আগরতলায়। রবিবার মটরস্ট্যান্ড এলাকায় ওই গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন এক যুবক। আহত যুবকের নাম প্রাণেশ দাস, তাঁর বাবার নাম পরিমল চন্দ্র দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রাণেশ দাস পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ১৪ চাকার গাড়ি তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনায় তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘিলাতলীতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, উত্তেজনা

দুষ্কৃতিদের আটক দাবি কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঘিলাতলীর বাঘবেড় গ্রামে সারা ভারত কৃষক সভার সদস্য জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় সরব হল সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহতের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

রবিবার আগরতলার কৃষক ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবিগুলি তুলে ধরেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মা, সম্পাদক রতন দাস এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সিদ্দিকুর রহমান। সাংবাদিক সম্মেলনে সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রশাসনের ভূমিকা আরও সক্রিয় করার দাবি জানানো হয়।

কৃষক সভার অভিযোগ, গত ২ সেপ্টেম্বর ঘিলাতলীর বাঘবেড় গ্রামে জলিল রহমানের ওপর হামলা চালানো হয় এবং তাঁকে মারধর করে হত্যা করা হয়। তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। পাশাপাশি জলিল রহমানের স্ত্রীকেও মারধর করে টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার পর নিহতের পরিবারের সদস্যরা চরম অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁদের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই অবিলম্বে সরকারি সহায়তা দিয়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, রবিবার দুপুরে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মা, সম্পাদক রতন দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সিদ্দিকুর রহমান ও মনোজ দাস, বিধায়ক নির্মল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতচাঁদে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৩ আশঙ্কাজনক আরও ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর ।। সাতচাঁদের দশরথ দেব মেমোরিয়াল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিনজনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। রবিবার সন্ধ্যায় দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে মোটরবাইকে থাকা আরোহীরা ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে মৃত তিনজনের পরিচয় জানা গেছে। মৃতরা হলেন মুকেশ ত্রিপুরা, সানি দেওয়ান ত্রিপুরা এবং সঞ্জীব ত্রিপুরা। জানা গেছে, সানি দেওয়ান ত্রিপুরা ও সঞ্জীব ত্রিপুরার বাড়ি গরিফা এলাকায় এবং মুকেশ ত্রিপুরার বাড়ি বৈষ্ণবপুর এলাকায়।

আহতদের মধ্যে প্রহর ত্রিপুরা নামে একজনের পরিচয় জানা গেছে। আহত আরও দুই তরুণীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটিতে গর্ভস্থ মায়ের মৃত্যু চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ সেপ্টেম্বর ।। ঊনকোটি জেলায় প্রসূতি ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারের অভিযোগ, প্রসবের শেষ মুহূর্তে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়া এবং জেলা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কারণেই এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে। মৃত প্রসূতির নাম নুর জাহানারা বেগম (২৪)।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলের ট্যাংকি করে কফ সিরাপ পাচারকালে পুলিশের জালে চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। গাড়ির তেলের ট্যাংকির মধ্যে লুকিয়ে নেশাজাতীয় কফ পাচারের অভিযোগে একটি গাড়ি আটক করেছে বাইজালবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযানে গাড়ির তেলের ট্যাংকি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৪২ বোতল এসকফ। ঘটনায় গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগরতলা থেকে টিআর -০১-এসএএইচ- ০৫৯২ নম্বরের একটি ব্রেজা গাড়ি খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিল। বাইজালবাড়ি থানার অন্তর্গত নাকা পয়েন্টে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক তিলক জমাতিয়ার নেতৃত্বে গাড়িটিকে আটক করা হয়।

পরে খোয়াইয়ে ডিসিএমের উপস্থিতিতে বাইজালবাড়ি থানার ওসি এবং সাব-ইন্সপেক্টর তিলক জমাতিয়ার নেতৃত্বে গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় গাড়ির তেলের ট্যাংকির ভিতরে লুকিয়ে রাখা ১৪২ বোতল এস কফ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এরপর গাড়িটি জব্দ করার পাশাপাশি চালককে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় কফের উৎস এবং কোথায় তা পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, নেশা কারবারিরা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২০ ভাদ্র, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পৃথিবী

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি তাহাদের সাম্প্রতিকতম জলবায়ু প্রতিবেদনে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছে যে, বিশ্ব খুব দ্রুতই ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের নিরাপদ সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও বিজ্ঞানীদের মতে, কয়লা, তেল এবং গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পৃথিবী এখন এক ভয়ঙ্কর জলবায়ু বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে।জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস এই পরিস্থিতিকে মানবজাতির জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা হিসেবে উল্লেখ করিয়াছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী এই বিপজ্জনক তাপমাত্রা সীমা পার করিয়া যাইবে।বর্তমান বৈশ্বিক নীতি বজায় থাকিলে ২১০০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাইতে পারে।২০২৬ সালের শেষভাগে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তিশালী এল নিনো সক্রিয় হওয়ায় বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির রেকর্ড ভাঙছে। বিশ্বজুড়িয়া তীব্র তাপপ্রবাহ, নজিরবিহীন বন্যা, খরা এবং দাবানলের প্রকোপ বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে. ।হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইবে।এর ফলে কলকাতা, মুম্বাই এবং ঢাকার মতো বড় উপকূলীয় শহরগুলো স্থায়ীভাবে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রহিয়াছে।.তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াইয়া গেলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রবাল প্রাচীর পুরোপুরি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ইনগার অ্যান্ডারসন জানাইয়াছেন, ১.৫ ডিগ্রির সীমা পার হইয়া গেলেও আশা হারাইয়া ফেলা যাইবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে তাহারা একটি নতুন কৌশল বা ”ওভারশুট পাথওয়ে” অনুসরণের তাগিদ দিয়াছেন। কয়লা, তেল ও গ্যাসের ব্যবহার দ্রুত শূন্যে নামাইয়া আনিতে হইবে। বায়ুমণ্ডলে জমিয়া থাকা অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড কৃত্রিমভাবে শুষে নেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির গ্রাফটিকে আবার নিচের দিকে নামাইয়া আনিবার জন্য সব দেশকে একযোগে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হইবে।

ক্রমশ লাগামছাড়া হইতেছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। এবার এক বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচির সাম্প্রতিক রিপোর্ট ”লিমিটিং ওভারশুট”-এ তেমনই দাবি করা

হইয়াছে। জানানো হইয়াছে, বিশ্ব দ্রুত দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। এর ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সাময়িকভাবে হইলেও পৃথিবীর তাপমাত্রা বিপজ্জনক মাত্রা ছুঁইয়ে ফেলিতে পারে।রাষ্ট্রপুঞ্জের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। জানাইয়াছেন, বিগত ৫০ বছরের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তনকে কোনওভাবেই আগের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। পরিস্থিতি কখনওই আর ”স্বাভাবিক” না হওয়ারই সম্ভাবনা।ইউএনইপি -এর ভারতীয় প্রধান বালকৃষ্ণ পিসুপতি জানাইয়াছেন, বর্তমানে প্রকৃতিতে একইসঙ্গে পাঁচটি জলবায়ু ”ঘড়ি” চলিতেছে। সেগুলি হইল- উষ্ণতা, হিমবাহ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, বাস্তুতন্ত্র এবং মানবজীবন। এই পাঁচটির গতি ও প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমানো গেলেও গলিয়া যাওয়া বরফ বা হিমবাহ সহজে আগের অবস্থায় ফিরিবে না। এমনকি ,১০০ বছর পর তাপমাত্রা কমিলেও ১৮০০ বা ১৯০০ শতকের মতো হিমবাহও ফিরি আ আসিবে না। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা-ও ১০ বছরের মধ্যে মেরামত করা অসম্ভব। অন্যদিকে, বিলুপ্ত হওয়া প্রজাতির জীববৈচিত্র্য কোনও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ফিরাইয়া আনা সম্ভব না। যাহা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিগুলির অন্যতম। এ ছাড়া, খরা ও বন্যার কারণে ইতিমধ্যেই দেশের কৃষকদের ভিটেমাটি বিক্রি করিয়া জীবিকা বদলাইতে হইতেছে। কয়েক দশকের চেষ্টাতেও তাঁহাদের আর আগের জীবনে ফেরানো সম্ভব হইবে না।

বালকৃষ্ণ জানান, দক্ষিণ এশিয়া বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য এবং প্রযুক্তির অসম ব্যবহারের মতো একাধিক সমস্যার মুখোমুখি। বিশ্ব উষ্ণায়নে এই অঞ্চলের ভূমিকা কম হইলেও এখানকার উন্নয়নশীল দেশগুলিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। তাই সঙ্কট মোকাবিলায় বিশ্বজুড়িয়া ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হইবে।

প্রকাশিত রিপোর্টে সমতা ও সুবিচারের নীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যার মূল বক্তব্য, যে সমস্ত উন্নত দেশ অতীতে প্রচুর কার্বন নির্গমন করিয়া শিল্পায়ন করিতেছে, বর্তমানে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সিংহভাগ দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এই সঙ্কট থেকে বাঁচাইতে উন্নত দেশগুলির ”কার্বন ঋণ” শোধ করিবার কাজে এগিয়ে আসিতে হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিকারিকেরা জানাইয়াছেন, এটি কেবলমাত্র পরিবেশ নয়। বর্তমানে মানুষের বাচিয়া থাকা, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সাহারানপুরে মসজিদ ভাঙার পর ২০ ফুট গভীর কুয়োর সন্ধান, তদন্তে আসছে এএসআই

সাহারানপুর, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর কালেক্টরেট চত্বরে একটি মসজিদ ভেঙে ফেলার পর সেখানে প্রায় ২০ ফুট গভীর একটি কুয়োর সন্ধান মিলেছে। কুয়োটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে।

শনিবার আদালতে মুসলিম পক্ষের আবেদন খারিজ হওয়ার পর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কালেক্টরেট চত্বরে থাকা ওই মসজিদ ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। এরপরই সেখানে কুয়োটির সন্ধান পাওয়া যায়।

সদর মহকুমার এসডিএম সুবোধ কুমার আইএএনএসকে বলেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই ভবনটি ভাঙা হয়েছে। এরপর সেখানে একটি কুয়ো পাওয়া যায়। এএসআইয়ের একটি দল কুয়োটি পরীক্ষা করবে এবং তদন্তের পরই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও জানান, এএসআইয়ের দল ঘটনাস্থলে এসে কুয়োটি পরীক্ষা করবে। বর্তমানে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে কুয়োটিও ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী নেতারা এই পদক্ষেপের বৈধতা এবং সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, আদালত মুসলিম পক্ষের আবেদন খারিজ করার পর সম্পূর্ণ আইন মেনেই মসজিদটি ভাঙা হয়েছে।

রবিবার আইএএনএসকে কংগ্রেস মুখপাত্র সুরেন্দ্র রাজপুত বলেন, ১০০ বছরের পুরনো কোনও ভবন অবৈধ হতে পারে নাএটাই স্পষ্ট। তাঁর অভিযোগ, প্রভাবিত পক্ষকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য সময় না দিয়েই ভবনটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যদিও সংবিধান অনুযায়ী সেই অধিকার রয়েছে। এমনকি তাঁদের হাইকোর্টেও যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

রাজপুত আরও অভিযোগ করেন, গুরুতর বিষয়গুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে শাসক জোট সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, রাতের অন্ধকারে সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশে মসজিদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং বিজেপি হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে উত্তেজনা ও মেরুকরণ তৈরি করতে চাইছে।

গুম প্রতিরোধে বাংলাদেশে কী পরিবর্তন এসেছে ?

সজল দাস

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী কিংবা ভিন্নমতের অনেককে গুমের অভিযোগ বারবার উঠেছে। এমনকি বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও একসময় গুমের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ আছে।

সরকার পতনের পর এমন পরিস্থিতি বদলের দাবি ওঠে। ২০২৫ সালে গুমের ঘটনা তদন্তে একটি কমিশন গঠন করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নেওয়া হয় গুম প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের উদ্যোগও। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে গুম প্রতিরোধে প্রথমবারের মতো একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

কিন্তু বিএনপি সরকার গঠনের পর এই অধ্যাদেশটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে অনুমোদিত না হওয়ায় তা কার্যকারিতা হারায়।

যদিও বিষয়টি আরও যাচাই— বাছাই করে গুম ইস্যুতে নতুন বিল আনার কথা বলেছিল সরকার। গত ২৭শে অগাস্ট জাতীয় সংসদে “গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬” আকারে যা উত্থাপন করেছেন বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও উত্থাপিত বিলটির খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর থেকেই এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে, গুমসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব, পৃথক স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়ার বদলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অধীনে রাখার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করছেন অনেকে। ফলে গুম প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইন কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে, এই প্রশ্নও উঠছে। এমনকি আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে- গুম কমিশন গঠন, গুম হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি, অধ্যাদেশ ও আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াসহ যত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার ফলে কী পরিবর্তন এসেছে, এই আলোচনাও হচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে মিরাজ শেখ নামে একজন ব্যক্তির গুম হওয়ার অভিযোগ, এই বিতর্কে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। যেটি শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গত দুই বছরের মধ্যে গুমের প্রথম ঘটনা বলেই ধারণা করছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। বিষয়টি সামনে আসার পর- বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বা এই ধরণের তৎপরতা আবারও শুরু হয়েছে কি না— এমন প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশে গুম প্রতিরোধের আইনটিকে, শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে “গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬” উত্থাপন করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, যা সংসদে পাশ হলেই আইনে পরিণত হবে। অনেকেই মনে করছেন, সংসদে দলটির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায়, এটি আইন আকারে পাশ করতে তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না সরকারকে। বলা হচ্ছে, জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এই সংক্রান্ত বিলে গুমকে অস্বীকারের সংস্কৃতি থেকে বের করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। অপরাধীর শাস্তি, ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ ও অধিকারের বিষয়গুলোও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬ এ গুমকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অথবা সরকারের অনুমোদনে কাউকে গ্রেফতার- আটক- অপহরণের পর তার অবস্থান অস্বীকার করা বা গোপন রাখা। এক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছে এই বিলে। বলা হয়েছে, গুমের অভিযোগ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন এবং ৫০ লাখ টাকা জরিমানা। তবে, ভুক্তভোগী মারা গেলে বা পাঁচ বছর পরও না পাওয়া গেলে- সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন এবং এক কোটি টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পিত গুমের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করার বিষয়টিও রয়েছে। উত্থাপিত বিলে ভুক্তভোগী ও পরিবারের জন্য আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ভুক্তভোগী পরিবারের তদন্তের অগ্রগতি জানার অধিকার, অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে বিচার ও ডিজিটাল সাক্ষ্য নেওয়ার প্রক্রিয়া, সাক্ষী বা তথ্যদাতার নিরাপত্তার বিষয়েও বলা হয়েছে। কতটা কার্যকর হবে অন্তর্বর্তী সরকার গুমের অভিযোগ তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে যে ক্ষমতা দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করেছিল, উত্থাপিত বিলে সেখানে পরিবর্তন আনায় এর কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে। মানবাধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন, তদন্তের ক্ষমতা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কোনো সংস্থার হাতে না দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দেওয়ায় এই আইন বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না। তারা মনে করেন, অভিযোগ যদি কোনো শৃঙ্খলাবাহিনীর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে সেই বাহিনী তদন্ত করতে পারবে না। সরকার অন্য বাহিনী বা আন্তঃ বাহিনী তদন্ত দলকে দায়িত্ব দেবে। এটি শুনতে ভালো মনে হলেও বাস্তবে ‘এক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য বাহিনী’ তদন্ত করলে সেটি কতটা স্বাধীন হবে, ভুক্তভোগী পরিবার কি ভরসা পাবে— এই প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। তিনি বলছেন, আইনের মধ্যে ফাঁকফোকর থাকলে সেই আইন কখনই কার্যকর হয় না। ‘আইনটা এমনভাবে করা দরকার ছিল যাতে তদন্তটা অন্য কেউ, অর্থাৎ পৃথক কোনো কমিশন হোক বা সিভিল প্রশাসন হোক- অন্য কেউ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বাহিনী বা অন্য কোনো বাহিনী, সেটা করলে খুব একটা ভিন্ন ফলাফল আসবে না,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুমের মতো স্পর্শকাতর অপরাধের জন্য দরকার একটি ‘পৃথক, স্বাধীন ও বিশেষায়িত তদন্ত সংস্থা’। যার নিজস্ব জনবল, বাজেট ও গোপন আটকস্থল পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকবে। তা না হলে তদন্তে পক্ষপাতের আশঙ্কা থেকেই যাবে। গুমের ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে থেকে গেলে, এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে মনে করেন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন বা এমএসএফ এর প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমানের। তিনি বলছেন, ‘গুমের মতো ঘটনা তদন্তের ক্ষেত্রে স্পেশাল কমিশন বা ইস্যুভিত্তিক বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন করা বাঞ্ছনীয়।’ যদিও এই আইনের মধ্য দিয়ে, গুমের বিষয়ে অভিযোগ করার আইনি ভিত্তি তৈরি হচ্ছে, যা ইতিবাচক বলেই মত এই মানবাধিকারকর্মীর।

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬-এ তদন্তের বিষয়টি ছাড়াও বেশ কিছু ত্রুটি দেখছেন অপরাধ বিশ্লেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ উমর ফারুক। তিনি বলছেন, এই আইনে গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তির অধিকার এবং তার প্রয়োজনের বিষয়গুলো আমলে নেওয়া হয়নি। এছাড়া, গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের ক্ষতিপূরণ কী হবে সে বিষয়েও কিছু উল্লেখ নেই। ‘একটি ঘটনায় আসামির সম্পৃক্ততা আছে কি না সেই বিষয়টি ডিফেন্ড করার অনেক সুযোগ আইনের মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে অপরাধীদের পার পাওয়ার সুযোগ থেকে যাবে,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মি. ফারুক বলছেন, বাংলাদেশের আদালতে সাধারণ ফৌজদারি মামলাই বছরের পর বছর চলে। গুমের মতো জটিল মামলায় সাক্ষী সুরক্ষা, প্রমাণ সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা - সব মিলিয়ে ১২০ দিনে শেষ করা বাস্তবে কঠিন। সময়সীমা না মানলে কী শাস্তি, তাও স্পষ্ট নয়। এছাড়া সাক্ষী ও তথ্যদাতার নিরাপত্তার বিষয়টি কাগজে থাকলেও বাস্তবে তাদেরকে সুরক্ষা দেবে কে? এই প্রশ্নও তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, অতীতে গুমের শিকার বা তাদের পরিবারকে হুমকির মুখে পড়তে দেখা গেছে।

বিশেষ করে, গুমসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব, পৃথক স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়ার বদলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অধীনে রাখার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করছেন অনেকে। ফলে গুম প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইন কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে, এই প্রশ্নও উঠছে।

অনন্য সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের সুবিশাল কাজের পরিধির এক ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত। সুখেন বিশ্বাস

অনেক পরিচিতিতে সমৃদ্ধ সত্যজিৎ রায়। আবার দেখা গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনেক পরিচিতিকে ম্লান করে দিয়েছে। সঙ্গীতকার, চলচিচত্রকার, চিত্রনাট্যকার,আলঙ্কারিক,লেখক এই রকম সব বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা গেলেও সত্যজিতের প্রথম এবং শেষ পরিচিতি চলচ্চিত্র পরিচালক। ভারতের একমাত্র অস্কারজয়ী কখনও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের লেখা নিয়ে,কখনও বা নিজের কাহিনি চিত্রনাট্যের উপর ভর করেই সিনেমা বানিয়েছেন। কিন্তু কখনওই তিনি বাণিজ্যকে সর্বস্ব করে সিনেমা তৈরি করেননি। তাই তার সব ছবিতেই আছে রুচিশীল নান্দনিক ভাবনা।

তিনি মোট আটাশটি ফিচার ছবি করেছেন।তথ্যচিত্র বানিয়েছেন পাঁচটি। দূরদর্শনের জন্য তিনটি। এছাড়া অন্যের ছবিতে বিজ্ঞাপন চিত্রে সত্যজিৎ কখনও চিত্রনাট্যকার,কখনও বা ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। বিভূতিভূষণের কাহিনিই সত্যজিতের প্রথম পছন্দ। একথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু ইতিহাস বলে বিভূতিভূষণ নয়,রবীন্দ্র কাহিনির দ্বারাই প্রথম সত্যজিৎ ছবি করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কারণ ১৯৪৬ সালে ডি.জে. কিমারে কাজ করার সময়ই তিনি ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সেটি সম্ভব না হওয়ায় তাঁকে ভাবায় ‘আম আঁটির ভেঁপু’ গ্রন্থের অলঙ্করণ।এরই ফলশ্রুতি ‘পথের পাঁচালী’ ছবি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসটা পড়লে অপু-দুর্গার যে অনাবিল স্বপ্নময়তা পাওয়া যায়,সেটা ছবিতে কিন্তু একদম নেই।এক সাক্ষাৎকারে আমাকে চিদানন্দ দাশগুপ্ত বলেছিলেন-

“এটা ইতালীয় নিওরিয়ালিজমের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে ছিল এক কোমল বাস্তবতা।অনাবিল স্বপ্নময়তা। সত্যজিৎ ছবি তৈরির সময় সাহিত্যের ওপর থেকে স্বপ্নময়তার পাতলা স্বচ্ছ মোড়ককে তুলে ফেলেন। তার বদলে সত্যিকারের রূঢ় বাস্তবতাকে ধরেছেন তিনি।উপন্যাস থেকে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণকে ছাপিয়ে গেছেন সত্যজিৎ।” ছবির পরিচালক যখন কাহিনিকারকে ছাপিয়ে গল্পের শেকড় টেনে বের করে,তখনই সেই ছবি হয়ে যায় ইতিহাস। ১৯৫৫-তে তৈরি হওয়া ‘পথের পাঁচালী’ তাই এখন ইতিহাস। সত্যজিৎ সিনেমার প্রয়োজনে যেসব ঘটনা,চরিত্র ইত্যাদি রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’তে সেটাই রয়েছে। আবার প্রয়োজনে অনেক ঘটনা,চরিত্র সংযোজনও করেছেন।ইন্দির ঠাকরুণের বেশি সময় ধরে উপস্থিতি সেই কথাই বলে। ‘পথের পাঁচালী’তে সত্যজিৎ মূল উপন্যাসের উনত্রিশ পরিচ্ছেদের কিছুটা পর্যন্ত নিয়েছেন। ছবিতে যতটা নেওয়া হয়েছে,বাদ গেছে তার অনেক বেশি। যেমন ইন্দিরের শ্বশুরবাড়ি,নতুন বউ সর্বজয়ার ঘর-সংসার বা হরিহরের পূর্বপুরুষদের কাহিনি,নীলকুঠির মাঠ,আতুরি বুড়ি,নরোত্তম দাস প্রমুখের কথা। ইন্দিরা ও দুর্গার ট্র্যাজেডি ধরে অপুর মতো এই ছবিতে অপরাজিত সত্যজিৎও। “অপরাজিত” (১৯৫৬)ছবিতেও কিন্তু বিভূতি উপন্যাসের স্বপ্নময়তা নেই, চিহ্নিত হয়েছে সর্বজয়ার সঙ্গে অপুর মধুর অথচ নির্মম সম্পর্কের স্বরূপ।’পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে ‘অক্রুর সংবাদ’ থেকে ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদের ঘটনাসমূহ এই ছবিতে স্থান পেয়েছে। সত্যজিৎ অনেক প্রসঙ্গ সরাসরি বাদ দিয়েছেন। যেমন লীলা প্রসঙ্গ, বেনারসে সর্বজয়ার রাঁধুনি,নির্মলা প্রসঙ্গ,অখিলবাবুর মেসের বর্ণনা ইত্যাদি। এছাড়াও পরিমার্জিত হয়েছে কিছু ঘটনাবলী।যেমন বোর্ডের পরীক্ষার অপু জেলার মধ্যে প্রথম হলেও সত্যজিৎ দ্বিতীয় করেছেন।কলা নয়, ছবিতে অপু বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে গেল। সর্বজয়ার মৃত্যুর পর মনসাপোতা গ্রামে শ্রাদ্ধ করার পরিকল্পনা করলেও ছবিতে সে দাদুকে জানিয়েছে মাতৃশ্রাদ্ধ করবে কালীঘাটে। দুটো ছবিতেই বিভূতিভূষণ ও সত্যজিতের অপুর মধ্যে বড্ড দূরত্ব লক্ষণীয়।

সত্যজিতের ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯)-এ পাওয়া গেল বিভূতিভূষণের অপুকে। অপরাজিত উপন্যাসের শেষাংশ নিয়েই এর চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছিল। এখানেও সত্যজিৎ উপন্যাসের ঘটনাবলীকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন। অপুকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নগরকেন্দ্রিক করেছেন। ফলে মনসাপোতায় নয়,অর্পণা ও অপুর ঘর সংসারের ছবি দেখা যায় কলকাতায়। উপন্যাসের পুলু ছবিতে কিন্তু বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। রাজশাহির জেলে থাকার ঘটনা যদি সত্যজিৎ এই ছবিতে রাখতেন,তবে বোধহয় অপুর কাছে পুলুর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই খাটো হত।অপুর স্কুলে কাজ করার প্রসঙ্গ তো একদমই নেই ছবিতে। তাঁর লেখা উপন্যাসের পাতাগুলোও একে একে মহাকালে বিসর্জন দিয়েছেন সত্যজিৎউঅপু অপর্ণার দাম্পত্য প্রেমের করুণ পরিণতি হলেও জীবনবোধে উজ্জ্বল এই ছবিটি। অপুর বিবাহপর্ব তো বাঙালি জীবনের শাশ্বত অঙ্গ। বিশেষ করে বিস্তীর্ণ ল্যান্ডস্কেপে কাজলকে কাঁধে নিয়ে অপুর এগিয়ে চলা।

রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন যে,চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব ভাষা দরকার।’পথের পাঁচালী’ ছবি থেকেই সেই ভাষা পেল বাংলা সিনেমা। চিত্রনাট্য এমনই একটি জিনিস যেখানে সাহিত্য গুণ থাকবে,আবার তা পড়ে সিনেমার স্বাদ পাওয়া যাবে। সত্যজিৎ যখন চিত্রনাট্য রচনা করতেন,তখন সংলাপের পাশেই ছবি আঁকতেন, নোটেশন তৈরি করতেন।ছোট ছোট স্কেচ দিয়ে বুঝিয়ে রাখতেন দৃশ্যগুলো। বলা যায় চিত্রনাট্য তৈরির সময়ই তিনি ছবি তৈরির প্রায় নবুই ভাগ কাজ সেরে রাখতেন। ফলে অনেক সময় দেখা গেছে সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে সিনেমার অনেক অমিল। সেটা চরিত্র,বিষয়,সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রেই হতে পারে।অনেক ধ্রুপদী ছবির ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। সাহিত্যিক সহ সমালোচকদের এইরকম অনেক অভিযোগই সত্যজিৎকে একাধিকবার শুনতে হয়েছে।

বাংলা সিনেমার পরিচালকদের শিল্পবোধের অভাব রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল। এই বিষয়ে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির অনুজ মুরারী ভাদুড়িকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন তিনি।এই চিঠিতেই তিনি সিনেমার শিল্পরূপ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন,সেটা এইরকম ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য্য ও মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত,যা কোনও বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে,তেমনই রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটা স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মোচিত হবে না? হয় না কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাব এবং অলস জনসাধারণের মূঢ়তায়,তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।’পথের পাঁচালী’ ছবিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত সিনেমা শিল্পরূপ হবার অত্যাধুনিক ব্যাখ্যা দ্বারাই যেন সত্যজিৎ চালিত।

সত্যজিৎ বা অন্যান্য সার্থক পরিচালকদের হাতে বাংলা সিনেমা স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী শিল্প হয়েছে,তা রবীন্দ্রনাথের দান বললে বিশেষ বাড়িয়ে বলা হবে।’পথের পাঁচালী’ ছবিতে দরিদ্রতা আছে।কিন্তু কখনওই তা দেখা বা ভাবের জগতে আচমকা আঘাত হানেনি। মানবিক বোধের সহ্যের শেষ সীমা লঙ্ঘন করেনি। মানবিক রুচির দৈন্য প্রকাশ করেনি।বলা যায় এই নান্দনিক বোধ সত্যজিৎ,রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছিলেন। শুধু ‘পথের পাঁচালী’ নয়, সব ছবিতেই সব কাজেই এই নান্দনিক বোধের প্রকাশ দেখা যায়। চিদানন্দ দাশগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন- ” সত্যজিতের গোটা মানসিকতা রবীন্দ্রযুগ থেকেই তৈরি। রবীন্দ্র ভাবজগতের বাইরে তিনি একদমই যেতে পারেননি। যখনই যাবার চেষ্টা করেছেন,তখনই হোঁচট খেয়েছেন।” পরের ছবিতে অপু নয়, কিন্তু বিভূতিভূষণ আছেন। ‘অশনি সংকেত” (১৯৭৩) ছবির শুরুতেই প্রকৃতির আনন্দময়তার মধ্যে আকাশজুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। সত্যজিৎ যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে ধরতে বিভূতিভূষণের কাহিনিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছেন। মূলত হাহাকারের তীব্রতাকে ধরতে তিনি রঙের ব্যবহার করেছেন। তাই তো গঙ্গা ও অনঙ্গ ছবির শেষ দৃশ্যে নিজস্ব নিরাপত্তা হারিয়ে মৃত্যু মিছিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অপরাজিত’র মতো এই ছবিতেও সহজ সরল মানুষের দল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে সহজভাবে বাঁচার জন্যে পথে বেরিয়েছে। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে শুধু বিভূতিভূষণের কাহিনিকেই ছবি করার জন্য বাছেননি সত্যজিৎ। তারাশঙ্করের দুটি কাহিনি নিয়েও ছবি করেছিলেন।সে দুটি ‘জলসাঘর’ (১৯৫৮)ও ‘অভিযান’ (১৯৬২)। ‘জলসাঘর’ নাম শুনে মনে হতে পারে বাণিজ্যিক ছবির ফর্মুলায় এটি নির্মিত।কিন্তু সত্যজিতের হাতে চিত্রনাট্যটি সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের কাহিনি হয়ে গেল।এই ছবি তৈরিরও একটি কাহিনি আছে।তারাশঙ্কর বাঙালি জমিদারদের ইতিহাস পড়ে ‘জলসাঘর’ গল্পটি লিখেছিলেন। কিন্তু,সত্যজিৎ প্রথমদিকে ‘জলসাঘর’-এর আদলে কোনও রাজবাড়ি খুঁজে পাননি।অবশেষে মুর্শিদাবাদের নিমতিতার অন্দরমহল দেখে পছন্দ করেছিলেন। বিষয়টা জানতে পেরে তারাশঙ্কর ফোনেই সত্যজিৎকে বলেছিলেন “আরে অদ্ভুত ব্যাপার। আমি নিজে নিমতিতায় কখনও যাইনি। কিন্তু বাঙালি জমিদারদের এক ইতিহাসে চৌধুরীদের কাহিনী পড়েছি। আমার গল্পের মূল চরিত্র তো গান- বাজনা পাগল ওই উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে নিয়েই।”

আর ‘অভিযান’ ছবির মূলে আছে ট্যাক্সি চালকের দুঃসাহসিক অভিযান ও তার পরিণতি। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বিভিন্ন পেশার পুরুষ নারীর প্রসঙ্গ। তবুও প্রতীকী ব্যাপারটা যেন ছবি দেখার শেষেও মনে গেঁথে থাকে। নরসিংহের ক্রাইসলার গাড়ি যেন রূপান্তরিত হয়েছে চেতন মানুষে।ফলে ফাঁদের সামনে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে।পাহাড়ের মাথায় বসে থাকা শকুনই যেন বলে দিয়েছে সামনে বিপদ। এখানে প্রশ্ন ছবিতে সত্যজিৎ কী কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নাকি বেঁচে থাকার আনন্দকে গুরুত্ব দিয়েছে? অবশ্যই দ্বিতীয়টা। কারণ যে গাড়ি অনেক করেও স্টার্ট নেয়নি, সেই গাড়ি চোরাচালান থেকে নরসিংহের মত বদল হওয়াতেই স্টার্ট নিয়েছে। ‘পরশপাথর’ (১৯৫৭) ছবিতে সত্যজিৎ তাঁর বাবার ননসেন্স রাইমকে সুন্দরভাবে ধরেছেন। যার ফলে ছবির প্রধান চরিত্র পরেশবাবুর ছড়াটি প্রবাদের মতো হয়ে গেছে “হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইট পাটকেল চিৎপটাং ধর্মতলা কর্মখালি মুস্কিল আসান উড়েমালী।”

এদেশে সংস্কৃতি যে টাকা দিয়ে কেনা যায়,সেটা সত্যজিৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।তাই এই ছবিতে বঙ্গ সংস্কৃতি ধারার প্রসঙ্গ শ্লেষে ব্যঞ্জিত।পরশুরামের আরও একটি কাহিনির চিত্রায়ণ ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ (১৯৬৫) ছবিতে।মূলত ‘মহাপুরুষ’,অংশেই পরশুরামের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তথ্যচিত্রের ভঙ্গিতে সত্যজিৎ এখানে প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি বিরিঞ্চি বাবার আসল রূপও ধরা পড়েছে। তবে সবটাই যেন সাদামাটা ভাবে।’কাপুরুষ’ অংশটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনি। এখানে তিনটি চরিত্রের আস্ত জটিলতা ছবিটিকে অসাধারণ করেছে। ‘দেবী” (১৯৫০)ছবির কাহিনি সত্যজিৎ নিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। নিমতিতার রাজবাড়িতে এই ছবিরও শুটিং হয়েছিল। সত্যজিৎ এখানে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। একেবারে শৈল্পিক ভাষায়। ছবির প্রয়োজনে তিনি এখানে নিজের লেখা একটি গানও ব্যবহার করেছেন ‘এ বারে তোরে চিনেছি মা।’ ‘তিনকন্যা’ (১৯৬১) ছবিতে সত্যজিৎ রবীন্দ্র ভাবনার প্রতিফলন ঘটালেন। ‘পোষ্টমাস্টার’, ‘মণিহারা’ ও ‘সমাপ্তি’র তিন নারী রতন,মণিমালিকা আর মৃন্ময়ীই তিন কন্যা। ‘পোষ্টমাস্টার’ পর্বে তো ছবির প্রয়োজনে একটি পাগল চরিত্র নিয়ে এসেছেন। প্রথম থেকেই ছবিতে রতনের সঙ্গে বাবুর সম্পর্কের স্বরূপ ইঙ্গিত করেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবিতে সে যেন দাসী হয়ে গেছে। মণিমালাকে আপাত দৃষ্টিতে অলংকারলোভী মনে হলেও তার মধ্যে নান্দনিক বোধ আছে। সমাপ্তির মৃন্ময়ী তো নারীত্বের মধুর বিকাশ। কিশোরীর বোধ থেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসেও চঞ্চল থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে।শেষে বিরহই তার মনে মধুরতা এনে দিয়েছে। **চলবে**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় কদমতলি ক্লাবের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান।

দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল ভবন ভেঙে বিপর্যয়, ধ্বংসস্তূপে বহু পড়ুয়ার আটকে থাকার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দিল্লির আর কে পুরমের সত্য নিকেতন এলাকায় একটি বহুতল ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে একটি পেইং গেস্ট (পিজি) আবাসনে থাকা বেশ কয়েকজন পড়ুয়া আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে জোরকদমে উদ্ধার অভিযান চলছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপির আর কে পুরমের বিধায়ক অনিল কুমার শর্মা জানান, ভবনটির ভিতরে পিজি আবাসনে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পড়ুয়ারা থাকতেন। তাঁদের কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন বলে তিনি জানান। এমনকি, আটকে থাকা কয়েকজন পড়ুয়া ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ফোন করে সাহায্য চাইছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

অনিল কুমার শর্মা বলেন, এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। তিনি জানান, এখনও ঠিক কতজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে পড়ুয়ারা যে ভিতরে আটকে রয়েছেন, তা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে দু'জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকাজে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, দিল্লি পুরনিগম (এমসিডি) এবং পুলিশ একযোগে কাজ করছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভবনটিতে একটি পিজি চলছিল এবং সেখানে চারটি তলা ছিল। তাঁদের অনুমান, প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন পড়ুয়া ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে পৌনে ১২টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

বিধায়ক জানান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা পূর্ণাঙ্গ জরুরি পরিষেবা দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন। দিল্লি বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ হর্ষ মালহোত্রাও ফোনে পরিস্থিতির নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং আটকে পড়াদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। এক্স-এ তিনি জানান, সত্য নিকেতনে ভবন ধসের ঘটনায় দিল্লি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), দিল্লি ফায়ার সার্ভিস, দিল্লি পুলিশ, এমসিডি, ক্যাটস এবং সিভিল ডিফেন্সের দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাশের একটি ভবনও খালি করে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা প্রত্যেককে নিরাপদে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমন্বয় করে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসাও ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চলছে। আটকে থাকা সকলের নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করেন তিনি।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে ঠিক কতজন আটকে রয়েছেন, তা পরে নিশ্চিত করা হবে। ভবনটিতে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গণতন্ত্র ও দেশগঠনে দায়বদ্ধ নাগরিক তৈরি করতে হবে কলেজগুলিকে: উপরাষ্ট্রপতি

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ শুধু শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা নয়, বরং গণতন্ত্র, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও দেশগঠনের প্রতি দায়বদ্ধ দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। রবিবার গুয়াহাটিতে গীতানগর কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন।

গীতানগর কলেজ, যা আগে কন্যা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল, তার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের তরুণ প্রজন্মই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, মহাকাশ গবেষণা এবং উদ্যোগপতির মতো ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া নতুন সুযোগ তরুণদের বিকশিত ভারত গঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়া ও অন্যান্যদের নিয়ে 'নো টু ড্রাগস' বা মাদকবিরোধী শপথও পাঠ করান রাধাকৃষ্ণন। তিনি তরুণদের মাদক থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি তাঁদের বন্ধুদেরও মাদকমুক্ত জীবনের পথে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং নিজেদের সময়, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার ওপরও জোর দেন তিনি। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ, বিস্তীর্ণ বনভূমি এবং বিশ্বখ্যাত চা-শিল্পে সমৃদ্ধ অসমের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যটি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসমের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের প্রশংসা করেন রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসম দেশের দ্রুততম বিকাশশীল রাজ্য অর্থনীতিগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে এবং রাজ্যের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান ও দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগের পাশাপাশি চা-বাগান এলাকার মানুষের উন্নয়নেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অসমের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার কথাও তুলে ধরেন উপরাষ্ট্রপতি। ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যচর্চা এবং আদিবাসী ও স্থানীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক পরিসরে অসমের স্বতন্ত্র অবদানের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রতীক লাচিত বরফুকনের কথাও স্মরণ করেন রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলেন, লাচিত বরফুকনের সাহস ও দেশপ্রেম এখনও গোটা দেশের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

গীতানগর কলেজের ৫০ বছরের শিক্ষাসেবার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে অভিনন্দন জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, অসমের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তরুণীকে ক্ষমতায়নে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

শকুন সংরক্ষণে সমন্বিত বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক উদ্যোগের ডাক পরিবেশমন্ত্রীর

পঞ্চকুলা, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শকুনসহ বিভিন্ন প্রজাতির সংরক্ষণে নির্দিষ্ট কোনও একটি প্রজাতিকে কেন্দ্র করে নয়, বরং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।

রবিবার শকুন সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগ পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, সরকারের সংরক্ষণ নীতি একটি সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক মডেলের ওপর নির্ভরশীল।

'ফ্রম ক্রাইসিস টু রিকভারিকনজারভিং ইন্ডিয়াজ ভালচার্স' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে যাদব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ উদ্যোগেই সরকারের এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। বিগ ক্যাট, স্লথ বিয়ার, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, ডলফিন, ঘড়িয়াল, বন্য মহিষ থেকে শুরু করে শকুনসব ক্ষেত্রেই একই ধরনের সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতে বসবাসকারী ও পরিযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির শকুন সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হোয়াইট-রাম্পড, লং-বিল্ড, স্লেন্ডার-বিল্ড, রেড-হেডেড, ইজিপশিয়ান, হিমালয়ান গ্রিফন, ইউরেশিয়ান গ্রিফন, সিনেরিয়াস এবং বিয়ার্ড ভালচার।

শকুন সংরক্ষণে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'হোল অব গভর্নমেন্ট' এবং 'হোল অব সোসাইটি' পদ্ধতি গ্রহণের ওপর জোর দেন যাদব। তিনি শকুনের নিরাপদ আবাসস্থল বা 'ভালচার সেফ জোন' গড়ে তোলার কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর জন্য শকুন-বান্ধব পশুচিকিৎসা ব্যবস্থা, নিরাপদ খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগান এবং বন্য পরিবেশে প্রজাতিগুলির পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, সেন্ট্রাল জু অথরিটি, হরিয়ানা বন ও বন্যপ্রাণ দফতর, বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং পিঞ্জোরের জটায়ু কনজারভেশন ব্রিডিং সেন্টারের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বন দফতরের আধিকারিক, বিজ্ঞানী, পশুচিকিৎসক, চিড়িয়াখানার বিশেষজ্ঞ, সংরক্ষণকর্মী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিঞ্জোরের জটায়ু কনজারভেশন ব্রিডিং সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং শকুন সংরক্ষণে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। হরিয়ানা বন দফতর ও বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই কেন্দ্রটি হোয়াইট-রাম্পড, লং-বিল্ড এবং স্লেন্ডার-বিল্ড শকুনের সংরক্ষণমূলক প্রজননের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ সালে ওই কেন্দ্রে ৩৫৬টি শকুন রাখা হয়েছিল এবং সফলভাবে ৩৫টি শাবকের জন্ম হয়েছে। পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ৮৭টি শকুন ছাড়া বা সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ৯০টি পাখি অন্য সংরক্ষণমূলক প্রজনন কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয় এবং ২২টি প্রতিষ্ঠানের ১,২২২ জনকে শকুন সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আগামী সপ্তাহে শ্রীলঙ্কা সফরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আগামী ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সরকারি সফরে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সফরকালে তিনি শ্রীলঙ্কার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি কলম্বোয় ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন তিনি।

রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল শ্রীলঙ্কা সফর করবে। এই দলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও বিদেশ মন্ত্রকের প্রবীণ আধিকারিকরা থাকবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই সফরের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যগতভাবে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে গভীর সভ্যতাগত সম্পর্ক এবং বহুমুখী অংশীদারিত্ব রয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সহযোগিতা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের সময় ভারত দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি ২০২৫ সালে শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'-র পরও প্রথম সারির সাড়া প্রদানকারী দেশগুলির অন্যতম হিসেবে ভারত সাহায্য করেছিল। এই পদক্ষেপ ভারতের 'নেবারহুড ফার্স্ট' নীতি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মহাসাগর' ভাবনার প্রতি ভারতের ধারাবাহিক অঙ্গীকারকে তুলে ধরে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'-র পর শ্রীলঙ্কার পুনর্গঠনের জন্য ভারত ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। এই অর্থে সড়ক, রেল ও সেতু যোগাযোগ পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার, ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হওয়া বাড়ি নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, কৃষি এবং দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা হবে।

এদিকে, গত আগস্টে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর কমান্ডার ভাইস অ্যাডমিরাল ড্যামিয়ান ফার্নান্দো সরকারি সফরে ভারতে এসেছিলেন। সফরকালে তিনি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এনএস রাজা সুব্রামণির সঙ্গে বৈঠক করে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন।

ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের সদর দফতর জানিয়েছিল, বৈঠকে দুই দেশের বিদ্যমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা পর্যালোচনার পাশাপাশি যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই দেশের আধিকারিকরা।

ভাইস অ্যাডমিরাল ফার্নান্দো প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথনের সঙ্গেও বৈঠক করেন ফার্নান্দো। দুই পক্ষ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করে। ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে দুই পক্ষই নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই সহযোগিতা ভারতের 'মহাসাগর' ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মণিপুরের ভোটার তালিকায় পুরুষের চেয়ে বেশি মহিলা ভোটাব

ইম্ফল, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মণিপুরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি রয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রবিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচন দফতরের আধিকারিকরা এ তথ্য জানিয়েছেন।

মণিপুরের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) অরুণ কুমার সিনহা জানান, ১ জুলাই ২০২৬-কে যোগ্যতার তারিখ ধরে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় রাজ্যে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ১৯,৬০,৬২০। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১০,০৬,৯৬২ জন, পুরুষ ভোটার ৯,৫৩,৩৫০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩০৮ জন। তিনি জানান, চূড়ান্ত তালিকায় প্রতি ১,০০০ পুরুষ ভোটারের বিপরীতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,০৫৬। এই লিঙ্গ অনুপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

সিইও জানান, খসড়া ভোটার তালিকা থেকে মোট ৫৬,৮৭১ জন ভোটারকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৩০,৬৫০ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। উপত্যকা ও পাহাড়ি অঞ্চল মিলিয়ে রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রবিবার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এর আগে ৫ জুলাই প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ছিলেন ১৯,৩৪,৩৯৯ জন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ভোটার ছিলেন ৯,৯৩,৬৬০ জন। এনুমারেশন ফর্ম জমা না পড়ায় ১,৫৮,৬৭৭ জন ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৩৪,৭৪০ জন অনুপস্থিত, ৭২,৪৭৩ জন অন্যত্র চলে গিয়েছেন, ৪৩,০০০ জন মৃত, ৭,৩৯৪ জনের নাম একাধিকবার ছিল এবং ১,০৭০ জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণ চিহ্নিত করা হয়।

সিনহা জানান, ৫ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমায় মোট ৯৬,৯৮৫টি দাবি ও আপত্তি জমা পড়ে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬০ জন ইআরও এবং ৮৪ জন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও) সেগুলি যাচাই করেন। অনুপস্থিত, অন্যত্র চলে যাওয়া, মৃত এবং একাধিকবার তালিকাভুক্ত ভোটারদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে যাচাই নিশ্চিত করতে রাজ্যের ২,৯৫৬ জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন। ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম পূরণে সহায়তার জন্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এবং ১৬টি জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে হেল্প ডেস্কও চালু করা হয়েছিল।

সিইও বলেন, ১৬টি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক, ৬০ জন ইআরও, ৮৪ জন এইআরও, ৩১৭ জন বিএলও সুপারভাইজার এবং ২,৯৫৬ জন বিএলও-র সমন্বিত প্রচেষ্টায় এসআইআর প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরাও এই কাজে সহযোগিতা করেছেন।

এদিকে, রাজ্যে ৮৫টি নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি হওয়ায় মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,০৪১।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আরও শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর আহ্বান ভূপেন্দ্র যাদবের

চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। রবিবার ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি (এনবিএ) আয়োজিত রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য পরিষদগুলির ১৬তম জাতীয় বৈঠকের সূচনায় তিনি এই আহ্বান জানান।

যাদব জানান, ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি স্থানীয় সম্প্রদায় ও রাজ্যগুলির সঙ্গে সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকা সুবিধা স্থানীয় সম্প্রদায় ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি দেশের ২.৭৬ লক্ষেরও বেশি বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে কার্যকর ও সক্রিয় করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রেও ভারত অগ্রগতি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন বা কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির কাছে সপ্তম জাতীয় প্রতিবেদন এবং নাগোয়া প্রোটোকলের আওতায় অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং বা সুবিধা ভাগাভাগি সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে বাস্তব ও কার্যকর সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবিকার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেএমনটাই জোর দিয়ে বলেছেন যাদব।

অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটির গত এক বছরের কাজের খতিয়ানসহ বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক নথি প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে তহবিলের কার্যকর বণ্টন নিয়েও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর প্রসঙ্গ তুলে ধরে যাদব বলেন, ২০২৩ সালের বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট এবং ২০২৪ সালের বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি রুলস দেশের জীববৈচিত্র্য প্রশাসনের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করেছে। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সংশোধিত কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের নিয়ম, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভারতের ২০২৪-২০৩০ সালের আপডেটেড ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যানের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই পরিকল্পনা কুনমিং-মন্টিয়ল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, প্রজাতি ও আবাসস্থল সংরক্ষণ, কৃষিজীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু-সহনশীল ভূদৃশ্য তৈরির ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য ফলাফল নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

দু'দিনের এই জাতীয় বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিজেদের অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নের সমস্যাগুলি তুলে ধরছে। জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি, পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টারের মানোন্নয়ন ও কার্যকর ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় স্তরে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতির আরও কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ের প্রশাসক গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেন, পরিবেশগত নিরাপত্তার সঙ্গে খাদ্য ও জল নিরাপত্তা, জীবিকা এবং টেকসই উন্নয়ন সরাসরি যুক্ত। তিনি আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানে হরিয়ানার পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণমন্ত্রী রাও নারবীর সিং, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের সচিব তন্ময় কুমার, বন বিভাগের মহানির্দেশক তথা মন্ত্রকের বিশেষ সচিব সুশীল কুমার আওয়াস্থি, অতিরিক্ত সচিব আশুতোষ অগ্নিহোত্রী, ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র তিওয়ারি-সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রবীণ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রম ও জনশক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদারে ভারত-সৌদি আলোচনা

রিয়াদ, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শ্রম ও জনশক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করলেন ভারত ও সৌদি আরব। রবিবার সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়নমন্ত্রী আহমদ বিন সুলেমান আলরাজহির সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে কীর্তি বর্ধন সিং জানান, সৌদি মন্ত্রীর সঙ্গে ভারত-সৌদি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গতি ও গভীরতার প্রতিফলন ঘটিয়ে শ্রম ও জনশক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সৌদি মন্ত্রীর আমন্ত্রণ ও উষ্ণ আতিথেয়তার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।এটি কীর্তি বর্ধন সিংয়ের প্রথম সরকারি সৌদি আরব সফর। শনিবার তিনি রিয়াদে পৌঁছন। সেখানে সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রকের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপমন্ত্রী ড. তারিক আল হামাদ তাঁকে স্বাগত জানান।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সফরে কীর্তি বর্ধন সিং সৌদি আরবের বিদেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ, জল ও কৃষি মন্ত্রকের উপমন্ত্রী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করবেন।

নজরুল বর্ষ উদযাপনে ভারত-বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা

ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ধ্রুপদী সঙ্গীত, লোকশিল্প, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে 'নজরুল বর্ষ' উদযাপনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সঙ্গে ভারতের বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী নওয়াজ মাহমুদ খায়িয়াম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন এক্স-এ জানিয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিষয়টি উঠে আসে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধ্রুপদী সঙ্গীত, লোকশিল্প, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ এবং যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও সম্মেলনের মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। 'নজরুল বর্ষ' উদযাপনের অংশ হিসেবেও এসব উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য দুই দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা।

এর আগে ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন ভারতীয় হাইকমিশনার। সেখানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সংসদীয় সহযোগিতা ও আদান-প্রদান জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে ত্রিবেদী দুই সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে দুই দেশের সংসদের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সংসদীয় ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ গঠন, দুই স্পিকারের নির্দেশনায় সংসদীয় প্রতিনিধিদলের পারস্পরিক সফর, সংসদীয় কমিটিগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং সংসদীয় নথির ডিজিটাইজেশন নিয়েও আলোচনা হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে ভারত সফরের যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাও পুনরায় উল্লেখ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার।

এছাড়া ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মঈন খানের সঙ্গে বৈঠক করেন ত্রিবেদী।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রান্নায় কারিপাতা উপকারিতা

দক্ষিণ ভারতীয়দের অনুসরণ করে আজকাল বাঙালিরাও ডাল, তরকারিতে কারিপাতা দিয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে তো পাতা তো মাস্ট। যে কোনও পদে ফোড়ন দিতে তাঁরা কারিপাতা ব্যবহার করেন। খাবারে সুগন্ধ ও স্বাদ শুধু বাড়ায় না, এই পাতার রয়েছে আরও নানা গুণ। কারিপাতার বৈজ্ঞানিক নাম Murraya koenigii এই গাছের পাতা দক্ষিণ এশিয়ার রান্নায় দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চিকিৎসাতেও কারিপাতার ব্যবহার রয়েছে। কারিপাতায় বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং উদ্ভিজ যৌগ রয়েছে।

কারিপাতার পুষ্টিগুণ— কারিপাতায় ভিটামিন এ, বি, সি ও ই-এর পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ পাওয়া যায়। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন উদ্ভিজ যৌগ রয়েছে, যা শরীরের কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কারিপাতার ১২টি উপকারিতা হজমে সাহায্য করতে পারে কারিপাতা হজমের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। এতে থাকা ফাইবার অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বজায় রাখতেও সাহায্য করতে পারে। হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী--- কারিপাতায় থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও উদ্ভজি যৌগ হৃদপিণ্ডের জন্য খুবই উপকারী। কোলেস্টেরল ও প্রদাহের মতো বিষয়গুলির উপর প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

লিভারের সুরক্ষায় ভূমিকা — কারিপাতায় থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। তবে লিভারের রোগের চিকিৎসায় এটির কোনও বিকল্প নেই। ৪. রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে কিছু গবেষণায় কারিপাতার নির্যাস রক্তে শর্করার মাত্রার উপর প্রভাব দেখা গিয়েছে। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ওষুধ বা চিকিৎসকের পরামর্শের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। ৫. চুলের স্বাস্থ্যে সহায়ককারী কারিপাতায় থাকা বিভিন্ন পুষ্টি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে চুল পড়া বন্ধ করা বা অকালপক্কতা রোধে এর কার্যকারিতা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ত্বকের যত্নে কারিপাতা— ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কারণে কারিপাতা ত্বকের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন সহায়ককারী। তবে ব্রণ বা ত্বকের বা ত্বকের কোনও রোগের চিকিৎসায় এর ব্যবহার প্রমাণিত নয়।

চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী— কারিপাতায় থাকা ভিটামিনে চোখের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত সুষম খাবারের অংশ হিসেবে এটি উপকারী পুষ্টি জোগাতে পারে। শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে কারিপাতায় থাকা কিছু উদ্ভিজ্জ যৌগের প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা হয়েছে। তবে আর্থাইটিসের মতো রোগের চিকিৎসায় এর ব্যবহার নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সুরক্ষা দেয় কারিপাতার বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে তৈরি হওয়া ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে। ক্যানসার নিয়ে গবেষণা— কারিপাতায় থাকা কয়েকটি যৌগের ক্যানসার কোষের উপর প্রভাব নিয়ে পরীক্ষাগারে গবেষণা হয়েছে। তবে ক্যানসার প্রতিরোধ বা চিকিৎসায় কারিপাতা কার্যকর, এমন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও মেলেনি। ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

কারিপাতায় ফাইবারসহ কিছু পুষ্টি রয়েছে। স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে এটি খাওয়া যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র কারিপাতা খেলে ওজন কমে-এমন দাবি করার মতো প্রমাণ নেই।

ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে অম্বল

শেষ পাতে অম্বল না পেলে ভোজন রসিক বাঙালির ঠিক চলে না। আর তা যদি হয় ইলিশ মাছের মাথ দিয়ে টক বা অম্বল তাহলে তো পুরোটা জমে যায়। আর বর্ষায় রুপোলি শস্যের চাহিদাও থাকে তুঙ্গে। তাই এই মরসুমে ইলিশ মাছের সুস্বাদু অম্বল যেন রসনাকে আরও পরিতৃপ্ত করে। আমি হাওড়ার যৌথ পরিবারের মেয়ে। ছোট থেকে মা-ঠাকুমার কোলে-পিঠে মানুষ। বাবা ছিলেন রাশভারী। সেই সঙ্গে ছিলেন ভোজনরসিক। শেষ পাতে টক বা অম্বল খাওয়া আমাদের পরিবারে চল ছিল। খাওয়ার পর শেষ পাতে যে কোনও রকমের টক হলেই আমাদের চলত। ইলিশ মাছ আমাদের পরিবারের সকলের পছন্দের হলেও লেজা আর মুড়ো খুব একটা কেউ খেতে চাইত না। তারফলে তা পড়ে থাকত। আমার মা একটা উপায় বের করেছিল। ইলিশের সেই লেজা ও মুড়ো দিয়ে টক রাঁধা শুরু করেন। সেই টক আমরা সবাই খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতাম। বিয়ের পর বাড়ি বদল হলেও জায়গা বদল হয়নি। হাওড়ার মেয়ে হাওড়ারই বউ হয়ে গেলাম। এক পাড়ার মেয়ে থেকে আরেক পাড়ার বউ হলাম শুধু। হাওড়ারই মেয়ে হয়ে গেলাম হাওড়ার বউ। খাবার-দাবারের পরিবর্তন হলেও একটি জিনিসের বদল হয়নি। তা হল শেষ পাতে টক খাওয়া। আমাদের বাড়ির মতো এ বাড়িতেও শেষ পাতে অম্বল খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমার শাশুড়ি মা ইলিশ মাছের লেজা-মুড়োর সঙ্গে আঁটিওয়ালা আমড়া দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি টক রাঁধতেন তা খুবই সুস্বাদু হত, যা আজও আমার জিভে লেগে রয়েছে। শাশুড়ি মায়ের অবর্তমানে আজ আমি এই অম্বল রান্না করি। তবে আমার মা-শাশুড়ির মতো সেরকম সুস্বাদু হয়না। তবে বাড়ির সবাই ভালোবেসেই তা খায়। আজ আমাদের বাড়ির সেই রেসিপি তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।

উপকরণ- এটি তৈরি করতে প্রধানত ইলিশ মাছের মাথা, তেঁতুল, আমড়া, সর্ষের তেল, পাঁচফোড়ন এবং স্বাদমতো মিষ্টি বা চিনি ব্যবহার করা হয়। শেষ পাতে বা গরম ভাতের সঙ্গে খেতেও অমৃত লাগে এই অম্বলটি।

উপকরণ- ইলিশ মাছের মাথা(১টি টুকরো করা)
তেঁতুল গোলা বা তেঁতুলের ক্কাথ
পাঁচফোড়ন (আধ চামচ)
শুকনো লঙ্কা (১-২টি)
হলুদ গুঁড়ো ও লঙ্কা গুঁড়ো(পরিমাণমতো)
চিনি বা গুড়(স্বাদমতো)
সর্ষের তেল ও লবণ

প্রণালী- প্রথমে মাছের মাথা ভালো করে ধুয়ে লবণ ও হলুদ মেখে রাখতে হবে। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে ইলিশ মাছের মাথা ভালো করে ভেজে তুলে নিতে হবে। ওই তেলেই পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে গন্ধ বের হলে তেঁতুলের জল বা ক্কাথ ঢেলে দিন। থেঁতো করে রাখা আমড়াগুলো তাতে দিয়ে দিন। ঝোল ফুটলে পরিমাণমতো হলুদ, লবণ ও চিনি বা গুড় দিন। ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছের মাথা দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

চুইংগাম ও বাবল গামের তফাৎ কি

চুইংগাম বা বাবল গাম চিবোননিএমন মানুষ মেলা ভার। ক্লাসরুমের শেষ বেঞ্চ থেকে শুরু করে কাজের ফাঁকে ক্লান্তি দূর করতে, কিংবা মুখের দুর্গন্ধ মেটাতে পকেট থেকে ছোট এই ক্যান্ডি বের করে নেওয়া আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দোকানে গিয়ে আমরা প্রায়শই 'চুইংগাম' আর 'বাবল গাম'-কে এক ক্যাটাগরিতে ফেলে দিই। সাধারণ চোখে দুটিকে দেখতে একই রকম মনে হলেও, এদের গঠন ও উদ্দেশ্যে রয়েছে আকাশপাতাল ফারাক। মূল তফাতটি ঠিক কোথায়? চুইংগাম তৈরি করা হয় অপেক্ষাকৃত শক্ত গাম বেস দিয়ে, যার মুখের ভিতর টেকে কম। অন্যদিকে, বাবল গাম তৈরিতে ব্যবহার করা হয় দীর্ঘতর ও উচ্চ আণবিক ক্ষমতার পলিমার এবং রেজিন। ফলে বাবল গাম অনেক বেশি নমনীয় ও টেকসই হয়, যা সহজে ছিঁড়ে না গিয়ে হাওয়া ঢুকিয়ে বড় বেলুন ফোলাতে সাহায্য করে। চুইংগামের মূল লক্ষ্য হল দীর্ঘক্ষণ ধরে চিবোনো, মুখের সতেজতা ধরে রাখা এবং চোয়ালের ব্যায়াম হওয়া। অন্যদিকে, বাবল গামের মূল আকর্ষণই হল তা দিয়ে হাওয়া ভরে গোল বেলুন তৈরি করা এবং তা ফাটানোর আনন্দ নেওয়া। সাধারণত চুইংগামে চিনির পরিমাণ কম থাকে এবং এতে মিন্ট, পুদিনা বা স্পিয়ারমিন্টের রিফ্রেশিং ফ্লেভার বেশি ব্যবহার করা হয়, যা মুখে দীর্ঘক্ষণ চিবানোর পরও স্বাদ ধরে রাখে। কিন্তু বাবল গামে মিষ্টি ও কৃত্রিম ফ্রুট ফ্লেভার (যেমন স্ট্রবেরি, কলা, বা বাবলগাম স্পেশাল ফ্লেভার) বেশি থাকে। চিবোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবল গামের মিষ্টি স্বাদ কমে যায়। চুইংগাম আকারে কিছুটা পাতলা ও মসৃণ হয়। মুখে চিবোনোর সময় এটি নরম থাকলেও তা দিয়ে খুব বড় বেলুন ফোলালে তা ফেটে ঠোঁটে ও মুখে বাজেভাবে আটকে যায়। বাবল গাম অপেক্ষাকৃত পুরু ও চটচটে হলেও, বিশেষ পলিমার থাকার কারণে তা মুখ থেকে সহজে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, চুইংগামের ইতিহাস শত বছরের পুরনো হলেও বাবল গামের আবিষ্কার হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ১৯২৮ সালে ডারান গাম কোম্পানির কর্মচারী ওয়ালটার ডিমারের হাত ধরে। ফলে পরবর্তীতে চুইংগামের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়বাবল গাম। তাই পরের বার দোকানে গিয়ে কোনটা চিবোবেন আর কোনটা দিয়ে বেলুন ফোলাবেন, তা বেছে নিন উপাদান দেখেই!

মৌরলা মাছ কাটার কৌশল

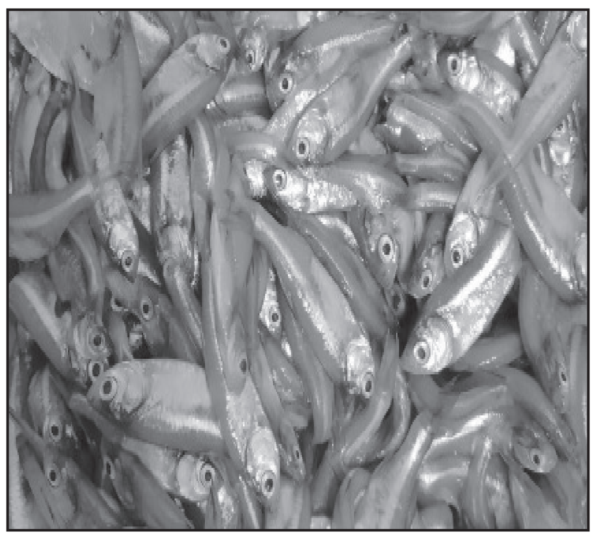

মৌরলা মাছ পাতে পড়লে বাঙালির দুপুরের খাওয়াটা একেবারে জমে যায়। সর্ষে দিয়ে চচ্চড়ি হোক বা মুচমুচে ভাজা, এই চুনো মাছের স্বাদই আলাদা। কিন্তু সমস্যা বাঁধে ঠিক তখনই, যখন বাজার থেকে কিনে এনে এগুলো কাটতে বসতে হয়। একে তো সাইজ একেবারে ছোট্ট, তার ওপর আবার নরম শরীর। বঁটি দিয়ে কাটতে গেলে মাছ থেঁতলে পেটের নোংরা মাংসের সঙ্গে মিশে যায়। ছুরি দিয়েও কাটার উপায় নেই। আর বাজারের মাছওয়ালারাও এই পুঁচকে মাছ হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেন না, কেটে দেওয়া তো দূরের কথা। তবে একটু বুদ্ধি খাটালে বঁটি বা ছুরি ছাড়াই খুব কম সময়ে কিলো কিলো মৌরলা সাফ করে ফেলা যায়।

কী কী ভাবে ছাড়াবেন ছোট্ট মৌরলা মাছ?

হাতের নখ অথবা কাঁচির ব্যবহার: মৌরলা মাছের পাখনা ও কানকো কাটার জন্য কোনও ধারালো অস্ত্রের দরকার নেই, হাতের নখই যথেষ্ট। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর নখ দিয়ে চেপে টান মারলেই কানকো আর পাখনা খসে চলে আসে। যাদের হাত দিয়ে এই কাজ করতে সমস্যা হয়, তারা একটি ছোট কাঁচি দিয়ে নিমেষেই কানকো ও পাখনাগুলো ছেঁটে বাদ দিতে পারেন। পেটের নোংরা ও নাড়িভুঁড়ি বার করা: মাছের কানকো ছাড়ানোর পর পেটের দিকটায় আঙুল দিয়ে আলতো করে একটু চাপ দিলেই ভেতরের সব নাড়িভুঁড়ি আর ময়লা এক ধাক্কায় বাইরে বেরিয়ে আসবে। এতে মাছ একটুও থেঁতলে যাবে না।

নারকেলের মালার ব্যবহার: মাছের আঁশ তোলার জন্য সবচেয়ে দারুণ উপায় হল শুকনো নারকেলের মালা। বড় একটা ফুটো ফুটো প্লাস্টিকের ঝুড়িতে মাছগুলো নিয়ে কলের জলের তলায় ধরুন। এরপর নারকেলের শক্ত মালাটা দিয়ে মাছের গায়ে গোল গোল করে হালকা হাতে ঘষলেই সব আঁশ খসে নিচে জমা হবে, মাছও আস্ত থাকবে।

প্লাস্টিকের জালি বা গ্লাসের ব্যবহার: খাবার ঢাকা দেওয়ার যে জালি দেওয়া প্লাস্টিকের ঝুড়ি থাকে, তার খসখসে গায়ে মাছগুলো রেখে হাত দিয়ে আলতো ঘষলেও সব আঁশ সহজে উঠে যায়। এছাড়া কাচের গ্লাস বা স্টিলের চামচ লেজ থেকে মাথার দিকে টানলেও আঁশ খুব সুন্দর সাফ হয়ে যায়।

সঠিক পদ্ধতিতে ধোয়া ও আঁশটে গন্ধ দূর করা: চুনো মাছ ধোয়ার সময় বেশি রগড়াবেন না। বড় গামলায় পরিষ্কার জলে চার থেকে পাঁচ বার জল বদলে বদলে মাছ ধুয়ে নিন। এরপর তীব্র আঁশটে গন্ধ ও পিছল ভাব দূর করতে কিছুটা নুন আর পাতিলেবুর রস মাখিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। তারপর শেষবারের মতো ভালো জলে ধুয়ে নিলেই মৌরলা মাছ রান্নার জন্য একদম তৈরি।

আইসক্রিম খেলেই মাথা ধরে কেন?

ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমটা বার করেই মুখে দিলেন। কনকনে ঠান্ডায় তো দাঁত শিরশির করেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই আবার মাথাও ধরে যায়। যেন মনে হয় মাথায় একটা কারেন্টের শকলাগল। কিন্তু কেন এমনটা মনে হয়? চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর একটা কঠিন নাম রয়েছে। বলা হয় স্পেনো প্যালাটাইন গ্যাংলিওনিউরালজিয়া। তবে চলতি কথায় এটিকে 'ব্রেইন ব্রিজ' বা 'আইসক্রিম হেডেক' বলা হয়।

বিষয়টা ঠিক কী? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়? রক্তনালীর হঠাৎ সংকোচন ও প্রসারণ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন খুব ঠান্ডা কোনও খাবার বা পানীয় খুব দ্রুত আমাদের তালু বা গলার পিছনের অংশে স্পর্শ করে, তখন সেখানকার রক্তনালীগুলো হঠাৎ ভীষণ সংকুচিত হয়ে যায়। এর পরপরই শরীর ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা স্বাভাবিক করতে দ্রুত রক্তপ্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করে। ফলে রক্তনালীগুলো দ্রুত প্রসারিত হয়। ত্রিশূলী স্নায়ু বা ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ভূমিকা বিশেষজ্ঞদের আরও অনেকে বলেন, মুখ, তালু ও মাথার সামনের অংশের স্নায়ু সংযোগের মূল দায়িত্বে থাকে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ।

মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি

যেহেতু এই একই স্নায়ু সংকেত কপাল এবং মাথার সামনের অংশ থেকেও মস্তিষ্কে তথ্য নিয়ে যায়, তাই মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যখন ঠান্ডা কিছু খান সেটা মূলত আপনার টাকরা বা আপার প্যালেট এ লাগে, এই জায়গায় ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ম্যাক্সিলারি ত্বদ্রন্তু২ ভাগটা থাকে, যেটা মুখের হঠাৎ করে ঠান্ডা হয়ে যাওয়াটা ধরতে পেরে প্যানিক করে বসে, ঠান্ডায় প্রথমে রক্তনালী দ্রুত সংকুচিত হয়, আর পরক্ষণেই রক্তনালীগুলি বড় করে দেয় শরীর যাতে তাড়াতাড়ি গরম রক্ত আসতে পারে। এই ব্যথার সিগন্যালটাই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দ্রুত ব্রেনে পাঠায়, যেটার উৎস ব্রেন বুঝতে না পেরে গোটা মাথা জুড়েই ব্যথাকে ছড়িয়ে দেয়।

ব্রেইন ফ্রিজ হলে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার উপায়: জিভ তালুতে চেপে ধরুন: মুখের জিভটিকে চ্যাপ্টা করে তালুর ওপর শক্ত করে চেপে রাখুন। জিভের উষ্ণতায় তালুর তাপমাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। উষ্ণ জল পান করুন: সামান্য সাধারণ বা কুসুম গরম জল পান করলে আরাম পাওয়া যায়। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শ্বাস নিন: হাতের তালু দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে গরম শ্বাস ভেতরে নিলে মুখের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ে।

দুধ চা খেলে কি দুধের পুষ্টি মেলে

সকালে ঘুম ভাঙার পর ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা ছাড়া অনেকেরই দিন শুরু হতে চায় না। আর সেই চা যদি ঘন দুধ আর চিনি দিয়ে তৈরি হয়, তবে তো কথাই নেই। দুধের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে যাঁরা এক গ্লাস দুধ ছুঁয়েও দেখেন না, তাঁদের অনেকেই কিন্তু দিনে তিন-চার কাপ দুধ চা দিব্যি খেয়ে নেন। মনে মনে অনেকেই সান্ত্বনা খোঁজেন, চা তো খাওয়া হলই, সঙ্গে দুধের ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনটাও শরীরে পৌঁছে গেল! কিন্তু প্রশ্ন হল, চা পাতার সঙ্গে দুধ ফুটলে কি দুধের পুষ্টিগুণ আদৌ অক্ষুণ্ণ থাকে? চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে একেবারে চমকপ্রদ তথ্য।

সাধারণভাবে অনেকের ধারণা থাকে, দুধের সঙ্গে জল ও চা পাতা ফুটলে বুঝি দুধের সমস্ত গুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দুধের ক্যালসিয়াম বা পটাশিয়ামের মতো মৌলিক খনিজ উপাদানগুলি তাপে উবে যায় না ঠিকই, তবে বিষয়টি এতটা সহজ নয়।

গবেষণায় কী কী বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলল? ক্যালসিয়াম শোষণ ব্যাহত হয়: দুধে থাকা ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চা পাতায় উচ্চমাত্রায় থাকে 'ট্যানিন' এবং 'অক্সালেট'। এই উপাদানগুলি দুধের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় যৌগ তৈরি করে। ফলে দুধে ক্যালসিয়াম মজুত থাকা সত্ত্বেও শরীর তা কার্যকরভাবে শোষণ করতে পারে না। ভিটামিনের অপচয়: দুধে ভিটামিন বি১২ ও ভিটামিন ডি থাকে, যা স্নায়ুকে চাঙ্গা রাখতে এবং অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে দুধ, চা পাতা ও চিনি একসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ টগবগ করে ফোটানো হয়, তাতে তাপে ভিটামিন বি১২-এর মতো সংবেদনশীল পুষ্টি উপাদানগুলির অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের লড়াই: চায়ের নিজস্ব শক্তি হল ক্যাটেচিন জাতীয় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, আর দুধের শক্তি হল কেসিন প্রোটিন। ইউরোপীয় গবেষকদের একাংশের সমীক্ষায় উঠে এসেছে, দুধের কেসিন প্রোটিন চায়ের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। একই সঙ্গে এই জটিল সংমিশ্রণ প্রোটিন হজমেও বাধা সৃষ্টি করে। হজমে সমস্যা ও গ্যাস: চা পাতার ক্যাফেইন ও ট্যানিনের সঙ্গে দুধের ফ্যাট মিশে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে খালি পেটে দুধ চা খেলে বুকজ্বালা, অম্বল ও পেট ফাঁপার সমস্যা বাড়ে। যাঁদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল রূপ নেয়।

বাড়ির ব্লাড প্রেশার মেশিনে কোন হাতে রক্তচাপ মাপলে ফলাফল সঠিক আসবে

আজকাল ঘরে ঘরে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেশারের সমস্যা এক সাধারণ চিত্র। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অনিয়মিত জীবনযাপন এবং ঘুমের অভাবের কারণে কমবয়সিদের মধ্যেও হানা দিচ্ছে এই রোগ, যা পরবর্তীকালে হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত রিডিং নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে বাড়িতে বিপি যন্ত্রে রক্তচাপ মাপার সময় অনেকেই একটি দ্বিধায় ভোগেনকোন হাতে মাপলে মিলবে একদম সঠিক পরিমাপ? অনেকেরই ধারণা, হৃৎপিণ্ড শরীরের বাঁ দিকে থাকায় বাঁ হাতে রক্তচাপ মাপলেই সঠিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। চিকিৎসদের কথায়, স্বাভাবিক সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের মাত্রা হওয়া উচিত ১২০/৮০। প্রথমবার রক্তচাপ পরীক্ষা করার সময় সবসময় দুই হাতেই মেপে নেওয়া উচিত।

কোন হাতের রিডিং ধরবেন? যে হাতে রক্তচাপের মাত্রা বেশি আসবে, সেটিকেই সঠিক ফলাফল হিসেবে ধরে নিতে হবে। পার্থক্য কম হলে: দুই হাতের রিডিংয়ের পার্থক্য যদি ১০ মিমি অফ পারদ (mmHg)-র কাছাকাছি থাকে, তবে পরবর্তীতে যেকোনও হাতেই প্রেশার মাপা যেতে পারে। পার্থক্য বেশি হলে: দুই হাতের পার্থক্যের মাত্রা যদি ১৫ মিমি অফ পারদ (mmHg)-র বেশি হয়, তবে প্রতিবার যে হাতে প্রেশার বেশি আসছে, কেবল সেই হাতেই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সঠিক রিডিং পেতে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি: হাত স্থির রাখুন: হাত হাওয়ায় না ঝুলিয়ে কোনও সমতল জায়গায় বা টেবিলের ওপর রেখে প্রেশার মাপুন। বসার ভঙ্গি: পায়ের ওপর পা তুলে বসবেন না, সোজা হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বসুন। শান্ত থাকুন: স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন এবং প্রেশার মাপার সময় একদম কথা বলবেন না।

মূত্রাশয় খালি রাখুন: প্রস্রাবের বেগ থাকলে তা সেরে নিয়ে তবেই যন্ত্রে হাত দিন। ধূমপান ও মদ্যপান: ধূমপানের অন্তত দুই ঘণ্টা পর এবং মদ্যপানের অন্তত চার ঘণ্টা পর রক্তচাপ মাপা উচিত।

চা ছাঁকনি একেবারে নতুনের মতো ঝকঝকে করার উপায়

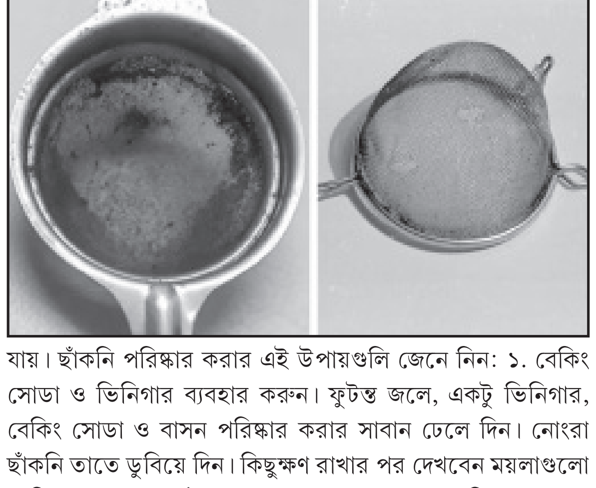

প্রতিদিন আপনার রান্নাঘরে হাঁড়ি, কড়া, হাতা, খুন্তি যতটা প্রয়োজনীয়, ততটাই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস হল ছাঁকনি। সকালে উঠেই চা ছাঁকতে কাজে লাগে এটি। শুধু কি চা! কখনও ছানা থেকে জল বের করতেও কাজে লাগানো হয় ছাঁকনি। কেউ ব্যবহার করেন প্লাস্টিকের ছাঁকনি, কেউ স্টিলের। তবে এই ছাঁকনি পরিষ্কার করা একটা ঝক্কির বাপার। এত সূক্ষ একটা জিনিস পরিষ্কার করবেন কীভাবে? প্রতিদিন চা ছাঁকতে ছাঁকতে চায়ের পাতা জমে ছাঁকনির ফাঁকগুলো বন্ধ হতে শুরু করে। সেগুলি বের করা মুস্কিল হয়ে যায়। অনেকেই পুরনো ছাঁকনি ফেলে দিয়ে নতুন কিনে নেন। তার কোনও প্রয়োজন নেই। একাধিক উপায়ে ছাঁকনি একেবারে ঝকঝকে করে ফেলা যায়। ছাঁকনি পরিষ্কার করার এই উপায়গুলি জেনে নিন: ১. বেকিং সোডা ও ভিনিগার ব্যবহার করুন। ফুটন্ত জলে, একটু ভিনিগার, বেকিং সোডা ও বাসন পরিষ্কার করার সাবান ঢেলে দিন। নোংরা ছাঁকনি তাতে ডুবিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রাখার পর দেখবেন ময়লাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ২. দাঁত মাজার ব্রাশ ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে পারেন। পুরনো ব্রাশ নিয়ে ছাঁকনির জালিতে ঘষতে থাকুন। একটু একটু করে ময়লা বেরিয়ে আসবে। ৩. স্টিলের ছাঁকনি হলে আরও সহজ একটা উপায় আছে। গ্যাসের ওভেনে লো ফ্লেমে আগুনের উপর ধরুন ছাঁকনিটা। ময়লা পুড়ে শুকনো হয়ে ঝরে যাবে। ছাঁকনি হয়ে যাবে একেবারে ঝকঝকে।

রাষ্ট্রসংঘের ঐতিহাসিক ঘোষণায় বাল্যবিবাহবিরোধী লড়াইয়ে বড় সাফল্য, ২৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে লড়াইয়ে বড় সাফল্য। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ২৭ নভেম্বরকে 'বাল্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহ নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে 'জাস্ট রাইটস ফর চিলড্রেন' বা 'শিশুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার'-এর অংশীদার সংগঠনগুলি। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ভুবন রিভুর উদ্যোগে চলা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটিতে শুরু হওয়া বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর ভারত সরকারের উদ্যোগে 'বাল বিবাহ মুক্ত ভারত' অভিযান শুরু হয়েছিল। সেই দিনটিকেই এবার রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহের অবসানের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সংগঠনের বক্তব্য, এই স্বীকৃতি উদযাপনের পাশাপাশি এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে তৃণমূল স্তরে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করা। কারণ শুধু আইন প্রণয়ন করলেই বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। স্কুল, পঞ্চায়েত, গ্রাম ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক সচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলিকে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং স্কুলছুট শিশুদের পুনরায় শিক্ষার আওতায় ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, অংশীদার সংস্থাগুলি ভারতের ৭৮২টি জেলায় সরকার, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছে। স্কুল, পঞ্চায়েত, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, মহিলা, পুলিশকর্মী, ধর্মীয় নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় স্তরের পরিসংখ্যানেও বাল্যবিবাহের হার কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫, ২০১৯-২১ অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে ১৮ বছরের আগে বিবাহের হার ছিল ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬, ২০২৩-২৪-এ তা কমে হয়েছে ২০ দশমিক ১ শতাংশ।

অর্থাৎ পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোরী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহের শিকার হচ্ছেন। ফলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা এবং তৃণমূল স্তরে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ আরও জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে আরও জোরদারভাবে কাজ করা হবে। রাষ্ট্রসংঘের নতুন আন্তর্জাতিক দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচেতনতা, আইন প্রয়োগ এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্তকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ভারতের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

জাতিসংঘের সমআয়তন মানচিত্র প্রস্তাবে ভারতের সমর্থন, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের সঠিক চিত্রায়নে জোর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সমআয়তন বিশ্ব মানচিত্র সংক্রান্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করল ভারত। তবে একই সঙ্গে ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌম ভূখণ্ড, বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী সঠিকভাবে দেখাতে হবে। কোনও ধরনের ভুল বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলেও জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সমআয়তন বিশ্ব মানচিত্র সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ২০২৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে 'মানচিত্র সংশোধন: বৈশ্বিক মানচিত্রাঙ্কনগত উপস্থাপনার ভারসাম্য পুনঃস্থাপন এবং বিশ্বের অঞ্চলসমূহ, বিশেষত আফ্রিকার, ন্যায়সঙ্গত উপস্থাপনার প্রসার'' শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

তিনি জানান, এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হল এমন সমআয়তন মানচিত্র ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া, যেখানে বিভিন্ন মহাদেশের প্রকৃত আপেক্ষিক আয়তন আরও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। তবে কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ব মানচিত্রকে অনুমোদন বা স্বীকৃতি দেওয়া এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমানা, বিতর্কিত অঞ্চল বা কোনও স্থানের নাম সংক্রান্ত রাজনৈতিক মানচিত্র নিয়েও এতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

জয়সওয়াল বলেন, ভারত প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে এবং ভোটের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করেছে যে সমআয়তন মানচিত্র ব্যবহারের মূল নীতিকে সমর্থন করলেও কোনও নির্দিষ্ট মানচিত্র, মানচিত্র-প্রক্ষেপণ বা জাতীয় সীমানার নির্দিষ্ট উপস্থাপনাকে ভারত অনুমোদন করছে না।

তিনি আরও বলেন, "ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ড, যার মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও রয়েছে, ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী চিত্রায়িত করতে হবে। কোনও ভুল বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, ধারাবাহিক এবং আপসহীন।"

শুক্রবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এমন একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে, যার লক্ষ্য পৃথিবীর মহাদেশগুলির প্রকৃত আয়তনকে আরও সঠিকভাবে তুলে ধরে এমন মানচিত্র-প্রক্ষেপণের ব্যবহার উৎসাহিত করা। ষোড়শ শতকের মারকেটর প্রক্ষেপণের বিরুদ্ধে আফ্রিকার নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের প্রচারের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মানচিত্রগুলির মধ্যে এখনও মারকেটর প্রক্ষেপণ অন্যতম।

প্রস্তাবটির পক্ষে ১৬৪টি দেশ ভোট দেয়। এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, মলদোভা, সার্বিয়া ও ইউক্রেন ভোটদানে বিরত থাকে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

তবে এই প্রস্তাব মারকেটর প্রক্ষেপণ নিষিদ্ধ করেনি এবং কোনও নির্দিষ্ট মানচিত্রকে বাধ্যতামূলক বিকল্প হিসেবেও নির্ধারণ করেনি। বরং আপেক্ষিক আয়তন গুরুত্বপূর্ণ হলে সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে 'সমান পৃথিবী' সহ অন্যান্য সমআয়তন মানচিত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে গোলাকার পৃথিবীকে সমতল মানচিত্রে উপস্থাপনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

'আমেরিকায় কিছু লাগেজ ফেলে এসেছেন': মহারাষ্ট্রে গরবায় মুসলিমদের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভাগবতকে বিরোধীদের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রে গরবা ও দান্ডিয়া অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবতকে কটাক্ষ করল বিরোধীরা। বিরোধী নেতাদের দাবি, নিউইয়র্কে 'এক বিশ্ব, এক মানবতা' সম্মেলনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে ভাগবত যে বক্তব্য রেখেছিলেন, মহারাষ্ট্রে ভিএইচপির অবস্থানের সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক। ভিএইচপি মহারাষ্ট্রে গরবা ও দান্ডিয়া অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অংশগ্রহণকারীদের 'হিন্দু পরিচয় যাচাই ও শনাক্ত' করার আহ্বান জানিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বাধীন সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, "মনে হচ্ছে ফড়নবিশ সরকার প্রশাসনের দায়িত্ব আউটসোর্স করে দিয়েছে। এখন যেন ভিএইচপিই প্রশাসন পরিচালনা করবে।"

নিউইয়র্কে ভাগবতের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "সম্ভবত মোহন ভাগবতজি আমেরিকায় তাঁর কিছু লাগেজ ফেলে এসেছেন। সেই লাগেজের সঙ্গে সেখানে বলা কথাগুলিও হয়তো ফেলে এসেছেন। তাঁর উচিত সেই লাগেজ ফিরিয়ে এনে নিজের লোকজনকে সেসব কথা বোঝানো।" তিনি আরও বলেন, "দয়া করে এই দেশের চরিত্র নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না।"

শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতও ভিএইচপির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "কে বলেছে মুসলিমরা গরবা খেলতে পারবে না? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন, যারা সম্প্রতি নিজেদের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করেছে, তারাই এই ধরনের মন্তব্য করছে।"

গরবাকে দেশের একটি ঐতিহ্য হিসেবে উল্লেখ করে রাউত বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুসলিমদেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ভাগবতের নিউইয়র্কের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে রাউত বলেন, "মোহন ভাগবতজি বিদেশে গিয়ে বলেন, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় কোনও বিভেদ থাকা উচিত নয়। তিনি এমনও বলেছেন যে কোনও হিন্দু যদি মনে করেন মুসলিমদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, তাহলে তিনি আর হিন্দু থাকেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে যুক্ত লোকজন এখানেই এসব করছেন।'' আরএসএস প্রধানকে সরাসরি এই বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাউত বলেন, ''ভারত ও নিউইয়র্কে আলাদা আলাদা বক্তব্য দিয়ে চলবে না।" ভিএইচপির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ও। তিনি বলেন, ''এটি সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত। গরবা একটি সাংস্কৃতিক উৎসব এবং যে কেউ এতে অংশ নিতে পারেন। গরবার ওপর এই নিষেধাজ্ঞার আমরা তীব্র নিন্দা করছি।"

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই জঙ্গি নিহত, আহত আরও দুই

ইম্ফল, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি (ইউকেএনএ)-র দুই জঙ্গি নিহত এবং আরও দুইজন আহত হয়েছে বলে রবিবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এক কর্মকর্তা জানান, পাহাড়ি চূড়াচাঁদপুর জেলার হেংলেপ মহকুমার ফাইবং গ্রামে জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনা ও অসম রাইফেলস যৌথ অভিযান শুরু করে। ইউকেএনএ-র একটি শিবিরের ওপর নজরদারি চালানোর পর নিরাপত্তা বাহিনী কৌশলগতভাবে এলাকাটি ঘিরে ফেলতে শুরু করলে ইউকেএনএ সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। জবাবে বাহিনী নিয়ন্ত্রিত পাল্টা গুলি চালায়।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ''গুলির লড়াইয়ে ইউকেএনএ-র দুই সদস্য নিহত এবং দুইজন আহত হয়েছে।"

অভিযানের পর শিবিরে তল্লাশি চালিয়ে দুটি বিদেশি নির্মিত এমএ রাইফেল (৫.৫৬ মিমি), একটি একে-৫৬ রাইফেল (৭.৬২ মিমি), একটি ল্যাথোড গান (৪০ মিমি), সাতটি ল্যাথোড গ্রেনেড, ১৫টি একে ম্যাগাজিন, ৩৭১ রাউন্ড একে-৫৬ গুলি, ৬০১ রাউন্ড এমএ রাইফেলের গুলি এবং ১৭২ রাউন্ড এসএলআর গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১৫টি কমব্যাট ইউনিফর্ম, সাতটি অ্যামুনিশন পাউচ, পাঁচটি ব্যাকপ্যাক, তিনটি কমব্যাট ব্যাগ এবং পাঁচ জোড়া জঙ্গল শু উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে আশপাশের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। পৃথক একটি অভিযানে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে স্পিয়ার কর্পসের বাহিনী মণিপুর পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে জিরিবাম জেলার লেইশাবিথোল ও আহমাদাবাদের মধ্যবর্তী জঙ্গল এলাকা থেকে প্রায় ২০ কেজি ওজনের তিনটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করে। বড় ধরনের প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা এড়াতে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই আইইডিগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

এক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র বলেন, এই যৌথ অভিযান মণিপুরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্কতা, ন্ত্রথম্ব্রদ্রন্ন্ম এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের প্রতিফলন।

হমর উপজাতির একটি সশস্ত্র সংগঠন ইউকেএনএ কেন্দ্র ও মণিপুর সরকারের সঙ্গে কয়েকটি কুকি ও জোমি সশস্ত্র সংগঠনের স্বাক্ষরিত 'সাসপেনশন অব অপারেশনস' (এসওও) চুক্তির অংশ নয়।

২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট (ইউপিএফ)-এর অধীনে আটটি এবং কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও)-এর অধীনে ১৫টিমোট ২৩টি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন ভারত সরকার ও মণিপুর সরকারের সঙ্গে এসওও চুক্তির আওতায় রয়েছে।

সম্প্রতি মণিপুরের নিরাপত্তা বাহিনী চূড়াচাঁদপুর জেলা থেকে নিষিদ্ধ ইউকেএনএ-র স্বঘোষিত প্রধানকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।

এক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা জানান, নিষিদ্ধ ইউকেএনএ-র স্বঘোষিত প্রধান হিসেবে পরিচিত আরসি সিংসনকে চূড়াচাঁদপুর জেলার ওল্ড গেলমোল গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। এলাকাটি মিজোরামের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমানা এবং মিয়ানমারের সঙ্গে অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অবস্থিত।

গ্রেফতার হওয়া জঙ্গি নেতার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী একই জেলার থিংচাওম গ্রামের জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকে একটি ম্যাগাজিনসহ একে-৪৭ রাইফেল, একটি ম্যাগাজিনসহ ৯ মিমি পিস্তল, তিনটি আইইডি এবং দুটি বাওফেং রেডিও যোগাযোগ সেট উদ্ধার করা হয়।

'হৃদয়বিদারক খবর': মন্ত্রী সুদিব্য কুমারের প্রয়াণে শোক হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনুর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। প্রয়াত মন্ত্রীকে নিজের 'দাদা'র মতো উল্লেখ করে সোরেন বলেন, তাঁর চলে যাওয়ায় জীবনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রবিবার এক্স-এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গভীর রাতে তিনি সুদিব্য কুমার সোনুর মৃত্যুর 'হৃদয়বিদারক খবর' পান। এই খবর মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সোরেন লেখেন, "সোনু ভাইয়া শুধু আমার প্রবীণ সহকর্মী বা রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন না। তিনি আমার কাছে একজন বড় দাদার মতো ছিলেনস্নেহশীল, পথপ্রদর্শক এবং প্রতিটি কঠিন সময়ে দৃঢ়ভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন।" তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা সারাজীবন মনে থাকবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সুদিব্য কুমারের ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন সোরেন। তিনি বলেন, প্রয়াত নেতা 'বাবা দিশোম গুরুজি'র পাশে পূর্ণ নিষ্ঠা ও শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে ঝাড়খণ্ডের পরিচয়, অধিকার ও মর্যাদার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোরেন বলেন, ঝাড়খণ্ডিয়াতের প্রতি সুদিব্য কুমারের নিষ্ঠা এবং তাঁর অদম্য মনোবল চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরও লেখেন, "সোনু ভাইয়া, আপনার চলে যাওয়া আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি। আপনার অনুপস্থিতি সবসময় অনুভব করব। আপনার স্নেহ, সংগ্রাম এবং ঝাড়খণ্ডের প্রতি আপনার অঙ্গীকার সারাজীবন নিজের সঙ্গে বহন করব।"

জেএমএম মুখপাত্র মনোজ পাণ্ডে সুদিব্য কুমারের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, তাঁর অকাল প্রয়াণ ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে এমন এক শূন্যতা তৈরি করেছে, যা পূরণ করা কঠিন। তাঁর মৃত্যু জেএমএমের জন্যও বিরাট ক্ষতি বলে উল্লেখ করে প্রয়াত নেতার আত্মার শান্তি কামনা করেন তিনি।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডিও সুদিব্য কুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রথমে খবরটি শুনে বিশ্বাস করতে পারেননি বলে জানান তিনি। পরে গিরিডিতে নিজের পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন।

মারান্ডি বলেন, "সুদিব্য সোনু অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি আমাদের শহরেরই মানুষ ছিলেন। একেবারে শুরু থেকেই আমরা একে অপরকে চিনতাম।" তিনি সুদিব্য কুমারকে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু পরিবার, সমাজ এবং তাঁকে চেনা প্রত্যেকের কাছেই বড় ধাক্কা।

কংগ্রেস নেতা রাজেশ ঠাকুরও এই মৃত্যুকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, সুদিব্য কুমার তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মাত্র দু'-তিন দিন আগেও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখন মন্ত্রী পর্যটন সংক্রান্ত একটি এক্সপোজার ভিজিটে বেঙ্গালুরুতে ছিলেন বলে জানান তিনি।

এদিকে চিকিৎসক ডা. শাহজাদ শেখ জানান, বুকে ব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাত প্রায় ২টা ১৫ মিনিটে সুদিব্য কুমারকে হাসপাতালে আনা হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাঁর বুকে ব্যথা ছিল। চিকিৎসকের মতে, বমির পর খাবার বা তরল শ্বাসনালিতে ঢুকে যাওয়ায় তাঁর শ্বাসনালির সুরক্ষার জন্য দ্রুত ইনটিউবেশন করতে হয়। ইসিজিতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ধরা পড়ে এবং তাঁর রক্তচাপ মাপা যাচ্ছিল না বলে জানান চিকিৎসক। এরপর ইনোট্রপ ও ভাসোপ্রেসর দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এবং তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হারান। এরপর সিপিআর শুরু করা হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঝাড়খণ্ড সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে থাকা সুদিব্য কুমার সোনুর আকস্মিক মৃত্যুতে গিরিডি থেকে গোটা ঝাড়খণ্ডজুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা, দলীয় কর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করছেন।

বিহারে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ, ১১ জেলায় ১৬.৮৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

পাটনা, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারে বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বিভিন্ন নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের ১১টি জেলায় প্রায় ১৬.৮৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে লাগাতার ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১১টি জেলার ৬১টি ব্লক এবং ৩০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত বন্যার কবলে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে খাবার, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে ত্রাণ তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।

বর্তমানে বন্যাকবলিত জেলাগুলিতে ৮০টি কমিউনিটি কিচেন চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১.২১ লক্ষ মানুষকে খাবার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একটি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে, যেখানে ৩২৬ জন বন্যাদুর্গতকে থাকা, খাবার, চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫,৯০০টি পলিথিন শিট এবং ১১,৭০০টি শুকনো রেশন প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় মানুষকে সরিয়ে নেওয়া এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজ্যজুড়ে মোট ১,১৫৮টি নৌকা চালানো হচ্ছে।

আগামী দিনে পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় ২৭টি স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ) দল এবং ৭টি ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) দল বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালানোর জন্য দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

জলসম্পদ দফতরের রবিবার সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিহারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গঙ্গা এখনও বিপৎসীমার উপর দিয়ে বইছে। বক্সারে গঙ্গার জলস্তর বিপৎসীমার ০.০৮ মিটার উপরে থাকলেও সেখানে জল কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পাটনার দিঘাঘাটে জলস্তর বিপৎসীমার ১.৫৪ মিটার, গান্ধীঘাটে ১.৯৬ মিটার এবং হাতিদহে ১.৭৪ মিটার উপরে রয়েছে। গান্ধীঘাটে জলস্তর স্থিতিশীল থাকলেও হাতিদহে তা বাড়ছে। মুঙ্গেরে গঙ্গার জলস্তর বিপৎসীমার ০.৫১ মিটার উপরে এবং সেখানে জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। সুলতানগঞ্জে জলস্তর বিপৎসীমার ২.০১ মিটার এবং ভাগলপুরে ০.৬৫ মিটার উপরে রয়েছে। কাহালগাঁওয়েও গঙ্গা বিপৎসীমার উপর দিয়ে বইছে।

অন্যদিকে, প্রয়াগরাজ ও বারাণসীতে গঙ্গার জলস্তর সতর্কতা সীমার নিচে রয়েছে। প্রয়াগরাজে জলস্তর বাড়লেও বারাণসীতে তা কমার প্রবণতা দেখা গেছে।

ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার তথ্য অনুযায়ী, ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় ইন্দ্রপুরীর সোন ব্যারেজ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ২,২৭,৭৩৯ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল। সেখানে জলপ্রবাহ কমছে। বীরপুরের কোসি ব্যারেজ থেকে ১,৬৮,৪০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে এবং প্রবাহ স্থিতিশীল রয়েছে। অন্যদিকে, বাল্মীকিনগরের গণ্ডক ব্যারেজ থেকে ১,২৯,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে, সেখানেও জলপ্রবাহ স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

এদিকে, বিহার আবহাওয়া পরিষেবা কেন্দ্র আগামী দু'দিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং তার জেরে নদীগুলির জলস্তর আরও বাড়তে পারেএই আশঙ্কায় প্রশাসনকে সতর্ক রাখা হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকাগুলির পরিস্থিতি রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের তরফে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

'স্বচ্ছতা অভিযানকে গণআন্দোলনে পরিণত করুন', নাগরিকদের আহ্বান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে চলমান 'স্বচ্ছতা অভিযান'-কে গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুবেন্দু অধিকারী। রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ সম্প্রতি শেষ হওয়া তিন দিনের রাজ্যব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি এই আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান রাজ্যের ২২টি জেলার ১২৮টি পুরসভার ১,৬০০-রও বেশি ওয়ার্ডে পরিচালিত হয়েছে।

তিনি বলেন, "পরিচ্ছন্ন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার আমাদের সংকল্প হল 'স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান'। নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের আয়োজিত তিন দিনের রাজ্যব্যাপী পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।"

অভিযানের ফলে ৬,০৬৫টি বন্ধ নিকাশি নালা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ১,৬০৮টি এলাকা থেকে আবর্জনা সরানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে ৪,৫১১টি জায়গায়। রাজ্যের ২৭,৩৭৮টি স্থানে মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে তা নির্মূল করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ জনপরিসর ও প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে ১,১০৬টি বাজার ও হাট, ১,৩০৪টি স্কুল ও কলেজ চত্বর, ৫৪৪টি সরকারি দফতর এবং ৩১৫টি হাসপাতাল চত্বর। জনসচেতনতা বাড়াতে ৩৫ হাজারেরও বেশি আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ) সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। অভিযানে ১১৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সমাজের সংগঠন অংশ নেয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিষয়টি শুধু পরিষ্কার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন আমাদের সংকল্প নিতে হবে যে আমরা আমাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখব। আসুন, এই 'স্বচ্ছতা অভিযান'-কে একটি সর্বাত্মক গণআন্দোলনে পরিণত করি, যাতে নিজেদের সুস্থ রাখা যায় এবং পরিবেশও পরিষ্কার থাকে। প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি নালা এবং প্রতিটি জনবসতিপূর্ণ এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।"

তিনি আরও বলেন, "পরিচ্ছন্ন বাংলা গড়ার লড়াইয়ে আমরা সবাই অংশীদার। আমাদের সংকল্প হল আবর্জনামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ। পরিষ্কার থাকুন, সুস্থ থাকুন। পশ্চিমবঙ্গের গৌরব বজায় রাখুন। পরিচ্ছন্নতার সংকল্পই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।"

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জীবন দর্শন আগামীদিনের পথ চলার এক উজ্জ্বল দিশারি: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক শিক্ষিকাদের জ্ঞান ও দিক নির্দেশনার মধ্য দিয়েই আগামীদিনে বিকশিত ও উন্নত ভারত গড়া সম্ভব। সমাজ গঠনে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্ব ও অবদান সর্বাধিক। শিক্ষকতার পেশা একটি মহান ও গৌরবের বিষয়। দেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবেই পরিচয় দিতে সর্বদা গর্ববোধ করতেন। তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনের মূল ভিত্তি ছিল শিক্ষকতা ও শিক্ষা দানের মহান আদর্শ। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত শিক্ষক প্রণাম-২০২৬ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জীবন দর্শন আগামীদিনের পথ চলার এক উজ্জ্বল দিশারি। তাঁর শিক্ষা ভাবনা সমাজ পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও জ্ঞানের পূর্ণতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, একটা সময় ভারতবর্ষ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। আমাদের সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য "বিরাসত ভি, বিকাশ ভি, ঐতিহ্যও, উন্নয়নও" এই মন্ত্রকে পাথেয় করে জ্ঞানভিত্তিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জ্ঞান ও শিক্ষায় যারা সমৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠত্বের শিখর তাদের জন্যই উন্মুক্ত। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষার সাথে প্রযুক্তিকেও যুক্ত করেছেন।

ডাঃ সাহা বলেন, সীমাবদ্ধতার গন্ডি পেরিয়ে সম্ভাবনার পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষা শুধু ক্যারিয়ার তৈরির জন্য নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন। শিক্ষার প্রসারে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের জন্য দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। প্রকৃত ও গুণগত শিক্ষা হলো সমৃদ্ধির পথ। গুণগত শিক্ষাকে সর্বস্তরে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাই হলো গুণগত শিক্ষার মূল চাবিকাঠি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন, শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডা. মিলিন্দ রামটেকে, ত্রিপুরা ন্যাশনাল ল" ইউনিভার্সিটির উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং, মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিভাষ দেব ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ইনফরমেশন টেকনোলজির (আগরতলা) ডিরেক্টর অভয় কুমার, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বিজেপি-মথার বৈঠকে

● **প্রথম পাতার পর** রাজনৈতিক মহলে জল্পনা অব্যাহত রয়েছে। দুই দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠককে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে এই বৈঠকের কোনও সিদ্ধান্ত বা তার প্রভাব রাজ্যের রাজনীতিতে পড়ে কি না, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাষ্ট্রসংঘের ঐতিহাসিক ঘোষণায় বাল্যবিবাহবিরোধী লড়াইয়ে বড় সাফল্য, ২৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে লড়াইয়ে বড় সাফল্য। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ২৭ নভেম্বরকে 'বাল্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহ নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে 'জাস্ট রাইটস ফর চিলড্রেন' বা 'শিশুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার'-এর অংশীদার সংগঠনগুলি। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ভুবন রিভুর উদ্যোগে চলা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটিতে শুরু হওয়া বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর ভারত সরকারের উদ্যোগে 'বাল বিবাহ মুক্ত ভারত' অভিযান শুরু হয়েছিল। সেই দিনটিকেই এবার রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও জোরপূর্বক বিবাহের অবসানের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সংগঠনের বক্তব্য, এই স্বীকৃতি উদযাপনের পাশাপাশি এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে তৃণমূল স্তরে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করা। কারণ শুধু আইন প্রণয়ন করলেই বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। স্কুল, পঞ্চায়েত, গ্রাম ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক সচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলিকে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং স্কুলছুট শিশুদের পুনরায় শিক্ষার আওতায় ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, অংশীদার সংস্থাগুলি ভারতের ৭৮২টি জেলায় সরকার, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছে। স্কুল, পঞ্চায়েত, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, মহিলা, পুলিশকর্মী, ধর্মীয় নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় স্তরের পরিসংখ্যানেও বাল্যবিবাহের হার কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫, ২০১৯-২১ অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে ১৮ বছরের আগে বিবাহের হার ছিল ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৬, ২০২৩-২৪-এ তা কমে হয়েছে ২০ দশমিক ১ শতাংশ।

অর্থাৎ পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোরী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহের শিকার হচ্ছেন। ফলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা এবং তৃণমূল স্তরে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ আরও জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে আরও জোরদারভাবে কাজ করা হবে। রাষ্ট্রসংঘের নতুন আন্তর্জাতিক দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচেতনতা, আইন প্রয়োগ এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্তকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ভারতের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

বিলোনিয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরা বুলডোজার ও ডাম্পার মালিক সমিতির পরিচিতি সভা, রক্তদান করলেন ১০৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর: রক্তদানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল দক্ষিণ ত্রিপুরা বুলডোজার ও ডাম্পার মালিক সমিতি। রবিবার দুপুরে বিলোনিয়ার বনকর এলাকার একটি বিবাহ ভবনে সমিতির প্রথম পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখার বার্তা দিয়েই আয়োজন করা হয় এই সভার।

পরিচিতি সভাকে কেন্দ্র করে সমিতির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস, মহকুমা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রাজেশ দাস এবং মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি জয়দেব দাস-সহ অন্যান্য অতিথি ও সদস্যরা। প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশনের পর শুরু হয় আলোচনা সভা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা দক্ষিণ ত্রিপুরা বুলডোজার ও ডাম্পার মালিক সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। পাশাপাশি সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তাঁরা। রক্তদান কর্মসূচির প্রশংসা করে অতিথিরা বলেন, রক্তের প্রয়োজন এমন মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়াতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের আরও বেশি মানুষকে এই ধরনের মহৎ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে

● **প্রথম পাতার পর** সরকারের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। বিশেষ করে তাঁর মুখে আঘাতের চিহ্ন ও রক্ত জমাট বাঁধার দাগ রয়েছে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, রাতের দিকে তাঁর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালানোরও অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার পর আতঙ্কিত লক্ষ্মী সরকার স্থানীয় বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সহযোগিতা চান। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তবে খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্ত শহিদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

লক্ষ্মী সরকারের অভিযোগ, তিনি একাই ওই এলাকায় বসবাস করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তদের কারণে সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। এমনকি তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ঘটনার পর নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রশাসনের কাছে সুরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন ওই মহিলা।

এলাকায় একাধিক সংখ্যালঘু পরিবারের বসবাস রয়েছে বলেও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে। তবে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি না হয়, সে বিষয়েও প্রশাসনের নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর এলাকাবাসীর।

রাজধানীতে লরির চাকায়

● **প্রথম পাতার পর** লাগে। আশপাশের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রথমে আহত যুবককে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ঘটনার পর ঘাতক গাড়ি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ। তবে দিনের ব্যস্তসময়ে শহরের ব্যস্ত এলাকায় কীভাবে একটি ১৪ চাকার ভারী গাড়ি প্রবেশ করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনাস্থলে ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক মুক্তা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ভারী যানবাহনের প্রবেশ রোধের পাশাপাশি অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতির মধ্যেই কীভাবে ওই ভারী গাড়ি শহরে প্রবেশ করল?

তবে ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের স্পষ্টত কিছুই জানায়নি। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ধর্মনগরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অংশ নিল খুদে শিল্পীরা

ধর্মনগর, ৬ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার ধর্মনগরের পিএমশ্রী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোররাও অংশগ্রহণ করে। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রং-তুলির মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীল ভাবনা তুলে ধরে খুদে শিল্পীরা। তাঁদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র ও রঙের ব্যবহারে ফুটে ওঠে নানা ভাবনা, যা উপস্থিতদের নজর কাড়ে। প্রতিযোগিতাটি মোট চারটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বিভাগ থেকে সেরা ১০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি 'সনাতনী শোভাযাত্রা'-সহ একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর আগে গত ৪ সেপ্টেম্বর শোভাযাত্রা ও 'কৃষ্ণ সাজো' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচির ধারাবাহিকতাতেই রবিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করার পাশাপাশি তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোই অন্যতম লক্ষ্য। ধর্মীয় কর্মসূচির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান তাঁরা।

গণেশ পূজা উপলক্ষে বসে আঁকো

● **আটের পাতার পর** প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৪৫০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ ছিল প্রাণবন্ত।

একইসঙ্গে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। পূজা কমিটির সদস্য সুব্রত পাল চৌধুরী জানান, শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণেশ পূজাকে শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতীশ দে-সহ পূজা কমিটি ও বাজার কমিটির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যারা।

শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশ এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত অতিথি ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

সাধারণ মানুষের কাছে

● **প্রথম পাতার পর** আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা অত্যন্ত উপকারী বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজলভ্য করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। ছিনাইহানি সেবাব্রত নার্সিংহোমের এই উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

সাতচাঁদে বাইকের

● **প্রথম পাতার পর** তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কীভাবে দুটি মোটরবাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, দুর্ঘটনায় একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাতচাঁদ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কলাছড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে মৃতদের পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের কান্না-আহাজারিতে পরিস্থিতি ভারী হয়ে ওঠে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিরোধী হিসেবে

● **প্রথম পাতার পর** বাম আমলে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতা ছিল। বর্তমানে সেই পরিস্থিতি নেই।

একইসঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে এবং এর প্রভাব বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের ওপরও পড়ছে। বিরোধী দল হিসেবে বামপন্থীরাও নানা রাজনৈতিক চাপে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তবে রাজনৈতিক প্রতিকূলতা থাকলেও প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থামিয়ে রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেন মানিক সরকার। তাঁর আহ্বান, প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন দাবি ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এদিনের সম্মেলনে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচি ও দাবিদাওয়া নিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঊনকোটিতে গর্ভস্থ মায়ের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** পরিবারের কর্তা লায়েক আলি-র অভিযোগ, প্রসবের আগে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন নুর জাহানারা বেগম। প্রসবের সময় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে তাঁকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে সেখানে পৌঁছানোর পরও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের দাবি, জেলা হাসপাতালে ওই সময় প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত না থাকায় চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় সমস্যা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রসূতি ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। এই ঘটনায় একদিকে যেমন চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে, অন্যদিকে জেলা হাসপাতালে সংকটজনক প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটি জেলা হাসপাতালে জরুরি প্রসূতি পরিষেবার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পরিকাঠামো থাকা কতটা জরুরি, এই ঘটনা সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতার পরিবারে। একইসঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে পরিবার। তবে চিকিৎসায় গাফিলতি বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অনুপস্থিতির অভিযোগের সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তর বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা-ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে ছাত্রের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** বুঝতে পেরে সঙ্গে থাকা বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলকে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম, আপদা মিত্রের সদস্য এবং দমকল দপ্তরের কর্মীরা। এরপর শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর দীঘির জলের নিচ থেকে দেবজিতের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর দমকলকর্মীরা দ্রুত তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেবজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবার। দেবজিতের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকাতেও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিরোধীদের রাজনীতির

● **প্রথম পাতার পর** সেই তালিকা তৈরি করে ফেলেছি। মানুষ তাদের আর কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা এখনো ১৯৭৮ সালের চিন্তাভাবনা বহন করছে যে কীভাবে তারা সরকার গঠন করতে পারে, এবং নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কংগ্রেস এখন সিপিএম-এর সাথে জোটে এসেছে। তারা শুধু চেয়ার বা ক্ষমতা চায় এবং ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে আমরা দেখেছি কংগ্রেস দলীয় কার্যালয় থেকে সিপিএম-এর পতাকা বের করা হচ্ছে এবং বিপরীতটাও ঘটছে। বিজেপি এমন একটি দল যেখানে আপনি যদি কংগ্রেসকে অনুসরণ করেন তবে রাজনীতি করতে পারবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি দেশ তথা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম দল।বিজেপির গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের পর আগরতলা পুরনিগম এবং নগর পঞ্চায়েত সহ স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতবার আমরা ২০টির মধ্যে ২০টি আসনেই জিতেছিলাম। এবারও সেটাই হতে চলেছে। রাজনীতিতে মানুষ এমন কাউকে চায় যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে ও আস্থা রাখতে পারে। পেশী শক্তি দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। আমাদের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আমরা সবাইকে জল, ঘর, নিখরচায় খাবার এবং গ্যাস সংযোগ দিচ্ছি। এসব বিষয়ে রাজনীতি আনা কেন? সেই কারণেই মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো একজন অভিভাবক রয়েছেন, যিনি শুধু মানুষের কথা ভাবেন এবং কীভাবে উন্নয়নের জন্য কাজ করা যায় তা চিন্তা করেন। আমাদের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। আমাদের রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, সহ সভাপতি রতন ঘোষ, বড়জলা মন্ডলের সভাপতি রাজীব ঘোষ, সদর গ্রামীণের সহ সভাপতি কাজল দে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

তেলের ট্যাংকি

● **প্রথম পাতার পর** আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়াতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। গাড়ির তেলের ট্যাংকির মতো জায়গায় নেশাজাতীয় সামগ্রী লুকিয়ে পাচারের এই চেষ্টা তারই একটি উদাহরণ। নেশার বিরুদ্ধে অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদারভাবে চালানো হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ঘিলাতলীতে এক

● **প্রথম পাতার পর** বিশ্বাস, সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক সুভাষ নাথ, নারী নেত্রী গায়ত্রী দত্ত, ক্ষেতমজুর নেতা অজয় ঘোষ এবং প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জলিল রহমানের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানান।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় জলিল রহমানের বাবা হাবিবুর রহমান কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান কৃষক সভার নেতারা। এ সময় এলাকার বাসিন্দারাও অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

কৃষক সভার পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সংগঠনের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন এখনও এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। খবর লেখা পর্যন্ত মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীন সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে রতন দাস বলেন, শুধু অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলেই দায় শেষ হবে না। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংগঠনের আরও দাবি, ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে আতঙ্ক ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা দূর করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে পুলিশ-প্রশাসনকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তাঁরা।

সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য, ঘিলাতলীর ঘটনা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনকে আরও কঠোর ও সক্রিয় হতে হবে।

একইসঙ্গে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষকে দীর্ঘদিনের সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে কৃষক সভা। কোনও ধরনের উত্তেজনা বা বিভাজনের পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং

● **আটের পাতার পর** জীবন ও সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন সমান্তরাল তুলে ধরে। তাঁর চিত্রকর্ম, বিশেষত 'দ্য স্টারি নাইট', নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা।

'তারায়, তারায়'-এর নির্দেশনায় ছিলেন কৌশিক সেন। অভিনয়ে ছিলেন কৌশিক সেন, রেশমি সেন, ঋদ্ধি সেন, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজার্ষি নাগ।

নাট্য প্রদর্শনের শেষে দর্শকদের বিপুল করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ। দর্শকে পরিপূর্ণ অডিটোরিয়ামে নাটকের সমাপ্তি হয় এক অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দুই সম্মানিত শিক্ষক পবিত্র সরকার ও প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য এবং রূপক সাহার সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে অভিবাদন জানান কৌশিক সেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করি, উৎকর্ষের সাধনা শুধু আমাদের জুয়েলারি শোরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীবন ও সময়ের যে সমস্ত বিষয় সত্যিই 'সোনা'র মতো মূল্যবান, আমরা সেগুলিকেও উদযাপন করে থাকি।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের জীবনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমরা বরাবরই তাঁদের সম্মান জানিয়ে এসেছি। তাই এমন দুই শিক্ষককে সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা বিশেষভাবে গর্বিত, যাঁরা আজও বহু মানুষের কাছে রোল মডেল।"

'তারায়, তারায়' উপস্থাপন করতে পেরেও আমরা সমানভাবে গর্বিত। রূপক সাহা বলেন, "কারণ বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা দুই দিক থেকেই এটি নিঃসন্দেহে ২৪ ক্যারেটের।"

খেলো কদমতলা সিজন থ্রির ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রবিবার বহু প্রতীক্ষিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবং খেলো কদমতলা টুর্নামেন্ট পরিচালন কমিটির পরিচালনায় শুরু হল খেলো কদমতলা সিজন থ্রি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে। এদিন বিকেল তিনটায় কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে ফুটবল আসরের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহিরঞ্জন নাথ,ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা।খেলার শুরুতেই কচিকাঁচাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য যা উপস্থিত অতিথি সহ দর্শকদের আকৃষ্ট করে।তারপর কিক মেরে আনুষ্ঠানিক ভাবে খেলো কদমতলা সিজন থ্রি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সভাধিপতি অপর্ণা নাথ।এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় কদমতলা মিডিয়া সেন্টার বনাম উত্তর ফুলবাড়ি। প্রথমার্ধের খেলায় উভয় দল কোন গোল হাঁকাতে না পারলেও কদমতলা মিডিয়া সেন্টারের খেলোয়াড়রা পায়ের যাদুতে ঝড় তুলে গোটা মাঠ। এদিকে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে কদমতলা মিডিয়া সেন্টারের লক্ষন ভাগের ৭ নম্বর খেলোয়াড় জি জার্ট প্রথম গোল করে দলকে ১-০ কগোলে এগিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে কদমতলা মিডিয়া সেন্টারের হয়ে অপর একটি গোল হজম করতে হয় উত্তর ফুলবাড়িকে। অবশেষে রেফারির বাঁশিতে ২-০ গোলে সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত করে কদমতলা মিডিয়া সেন্টার। মূলত খোলো কদমতলা সিজন থ্রি নক আউট টুর্নামেন্টে ৮ দল অংশগ্রহণ করেছে। এদিকে সোমবার দ্বিতীয় খোলায় মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কদমতলা আগর ব্যবসায়ী বনাম বিশ্ব বন্ধু জাইরাল ক্লাব হরিনাছড়া। সবমিলিয়ে ফুটবলের জ্বরে আক্রান্ত অসম ত্রিপুরা সীমান্তের উত্তর জেলা সহ প্রতিবেশী রাজ্য অসমের শ্রীভূমি জেলাও।

বিলোনিয়াকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে বিলোনিয়াকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে উদয়পুর। রবিবার শান্তিরবাজার বাইখোড়া স্কুলগ্রাউন্ডে সকালে সাড়ে আটটায় ম্যাচটি শুরু হয়। প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে উদয়পুরের ধারালো বোলিং আক্রমণের মুখে পড়ে বিলোনিয়া মাত্র ১৬.৫ ওভারে ২৮ রানেই নিজেদের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

২৯ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে উদয়পুরের ব্যাটাররা সাবলীল খেলা উপহার দেন এবং মাত্র ৭.৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নেন। বল হাতে অসাধারণ পারফর্ম করে মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় (প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ) নির্বাচিত হন উদয়পুরের মুন্না সরকার। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে এমন দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে উদয়পুর টুর্নামেন্টের মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।

৮.৪ ওভারে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল ভারত! ৭ উইকেটে সহজ জয়ের মাঝেও চিন্তায় রাখল হরমনপ্রীতদের টপ অর্ডার

দেওয়াল লিখন পাকিস্তানের ইনিংসেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৫৬ রান করতে যে ভারতের বিশেষ সমস্যা হবে না, তা-ও স্পষ্ট ছিল। ৮.৪ ওভারে জয়ের রান তুলে নিল ভারত। ৭ উইকেটে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল তারা। কিন্তু ৫৬ রান তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেট পড়ল ভারতের। দলের টপ অর্ডার কিছুটা হলেও কোচ অমল মুজুমদারকে চিন্তায় রাখবে। মহিলাদের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দাপট বজায় রয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে দু'দলের মধ্যে ১৮টি ম্যাচ হয়েছে। ভারত জিতেছে ১৫টি। পাকিস্তান তিনটি। এশিয়া কাপে ছ'বারের সাক্ষাতে এটি ভারতের পাঁচ নম্বর জয়। ২০২২ সালে জিতেছিল পাকিস্তান। সেটিই মহিলাদের কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শেষ জয়।

৫৬ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই ছক্কা মারেন শেফালি বর্মা। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, দ্রুত খেলা শেষ করার লক্ষ্যে নেমেছেন তিনি। কিন্তু আরও একবার লম্বা ইনিংস খেলতে ব্যর্থ শেফালি। লড়াই করলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা। শেফালিকে প্রথমে ১২ রানের মাথায় ফেরালেন তিনি।

তিন নম্বরে জেমাইমা রদ্রিগেজের জায়গায় এখনও থিতু হতে পারেননি প্রতিকা রাওয়াল। আরও একটি ম্যাচে রান পেলেন না। ৪ রানের মাথায় তাঁকে ফেরালেন ফাতিমা। একই ওভারে জোড়া উইকেট নিলেন তিনি। গত ম্যাচে শতরানের ইনিংস খেলেছিলেন স্মৃতি মন্ধানা। কিন্তু এই ম্যাচে শুরু থেকে ধীরে খেলছিলেন। ফাতিমার দ্বিতীয় ওভারে ৯ রানের মাথায় আউট হলেন তিনি। তবে বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়েছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। এই এশিয়া কাপে ডিআরএস নেই। ফলে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

তিন উইকেট পড়ার পর অবশ্য ভারতের ইনিংস সামলান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও অভিজ্ঞ দীপ্তি শর্মা। তাঁরা দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেলেন। ছক্কা মেরে খেলা শেষ করলেন হরমনপ্রীত। তিনি ১৮ রানে অপরাজিত থাকলেন। ১২ রানে অপরাজিত থাকলেন দীপ্তি।

তবে এই ম্যাচে চাইলে ভারত কিছু পরীক্ষা করতে পারত। রিচা ঘোষ, ভারতী ফুলমালিদের আগে নামানো যেত। অন্তত তাঁরা একটু খেলার সুযোগ পেতেন। কিন্তু ভারত তাদের নির্ধারিত পথেই এগোল। ভারতের টপ অর্ডার কিন্তু ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না। এই ম্যাচে সমস্যা না হলেও এ রকম হলে নক আউটে সমস্যা হতে পারে ভারতের।

ব্যাটারদের নিয়ে চিন্তা থাকলেও ভারতের বোলারেরা নিজের কাজ করছেন। পাকিস্তানের ব্যাটারদের মাটি ধরিয়েছেন তাঁরা। এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন রান ছিল ৫৬। দু'বছর আগে ২০২৪ সালে দুবাইয়ের এই মাঠেই নিউ জিল্যান্ডের কাছে ৫৬ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল সেই দল। সেই লজ্জা এই ম্যাচে আরও বাড়ল। তা-ও ভারতের কাছে।

ভারতের চার স্পিনার মিলে ৯ উইকেট নিয়েছেন। বাকি একটি রান আউট। সবচেয়ে সফল শ্রী চরণি। চার ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এই বছরে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ৩৪ উইকেট হল তাঁর। আর ২ উইকেট নিলেই ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এক বছরে সর্বাধিক টি-টোয়েন্টি উইকেটের রেকর্ড হবে তাঁর।

প্রেমা রাওয়াত চার ওভারে ৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দীপ্তি ৫ রান দিয়ে ২ ও শেফালি ১০ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন। দুই পেসার ক্রান্তি গৌড় ও নন্দিনী শর্মা উইকেট পাননি। তবে পেতে পারতেন। দুই পেসারের বলেই মুনিবা আলির ক্যাচ ফেলেন প্রতিকা। নইলে তাঁরাও উইকেটের তালিকায় নাম লেখাতে পারতেন। এই ক্যাচ ফস্কানো কিছুটা চিন্তায় রাখবে কোচ অমল মুজুমদারকে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা। ভেবেছিলেন, বড় রান করে ভারতকে চাপে ফেলবেন। দুই ওপেনার সাবধানে শুরু করেন। উইকেট রেখে খেলার চেষ্টা করেন। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ২৭ রান। তবে ভারতীয় স্পিনারেরা বল করতে এলেই ছবিটা বদলে যায়। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে মুনিবাকে আউট করেন শেফালি। সেই শুরু। পরের ১৩ ওভারে শুধুই উইকেট পড়ল। দুই ওপেনার ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কে পৌঁছোতে পারেননি। দুবাইয়ের মন্থর উইকেটে তাঁদের অসহায় দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, কী ভাবে খেলবেন, কোথায় খেলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হল। ভারতীয় স্পিনারেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন। মাত্র ৫৫ রানে অল আউট হয়ে গেল গোটা পাকিস্তান দল। সহজেই সেই ম্যাচ জিতল ভারত।

ধর্মনগরকে ১ রানে রোমাঞ্চকর ভাবে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত মোহনপুর দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল মোহনপুর। আজ, রবিবার উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে ধর্মনগরকে মাত্র ১ রানে হারিয়ে দিয়েছে তারা। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই খেলায় প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে মোহনপুর ৪৫ ওভারে ৮৪ রান তুলে অলআউট হয়ে যায়। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২০ রানের অবদান রাখেন দীপিকা পাল। অন্যদিকে ধর্মনগরের সুশৃঙ্খল বোলিং আক্রমণের সামনে মোহনপুরের ব্যাটারদের বেশ বেগ পেতে হয়; পুষ্পা সিনহা ১১ রান দিয়ে ৩টি এবং সুস্মিতা তেলি ১৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন।

৮৫ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পাল্টা ব্যাটিং করতে নেমে শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে হেরে যায় ধর্মনগর।

২৫.৩ ওভারে ৮৩ রান তুলতেই তাদের ইনিংস গুটিয়ে যায়, ফলে এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ১ রানের স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নেয় মোহনপুর। মোহনপুরের নীহারিকা নম মাত্র ১৬ রান খরচ করে ৪টি উইকেট শিকার করে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামান। তবে বল ও ব্যাটে অলরাউন্ড নৈপুণ্যের প্রদর্শন করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) খেতাব অর্জন করেন মোহনপুরের তানিয়া দেব। এই টানা দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে গ্রুপ "ডি" থেকে সরাসরি মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে নিল মোহনপুর।

জাতীয়স্তরে স্বর্ণপদক জয়ী মৃগাঙ্কি-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। আগ্রাতে গত ২৯ আগস্ট থেকে দুসরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ২৫ তম কেবিএস জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আগরতলায় এনএসআরসিসির ইন্ডিয়া জুডো সেন্টারের খেলোয়ার মৃগাঙ্কি সাহা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ৩৬ ক্যাটাগরিতে ১৪ বছর মহিলা বিভাগে অংশ গ্রহণ করে। আগরতলা কে বি কুঞ্জবন স্কুলের ছাত্রী মৃগাঙ্কি। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় দেশের মোট ১৬ টি রাজ্য অংশগ্রহণ করে।তাতে দুর্দান্ত নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন রাজ্যের এই সোনার মেয়ে। গুরগাঁও, লখনৌ, চন্ডিগড় এবং দিল্লি সাই খেলোয়ারকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করেন মৃগাঙ্কি।জাতীয় আসরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে রবিবার সকালে রেলপথে নিজ ঘরে ফিরলেন এই সোনার মেয়ে। আগরতলা রেল স্টেশনে স্বর্ণজয়ী মৃগাঙ্কিকে রেল স্টেশনেই স্বাগত জানান ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা

ছোটদের বিশ্বকাপের খেলা দেখতে এসেও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের মুখে ফিফা সভাপতি, বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না ইনফান্তিনোর

গত বিশ্বকাপের সময় থেকে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ইউরোপের বেশ কিছু দেশ তাঁকে আর ফিফার শীর্ষ পদে চান না। বলা যায় ইনফান্তিনোকে নিয়ে ফুটবল বিশ্ব দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। চাপের মধ্যে থাকলেও ইনফান্তিনো অনূর্ধ-২০ মহিলাদের বিশ্বকাপের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। যদিও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।০০:০০

শনিবার অনূর্ধ-২০ মহিলাদের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল পোল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা। খেলা চলাকালীন ইনফান্তিনো স্টেডিয়ামের বক্সে বসে পোল্যান্ডের ফুটবল সংস্থার প্রধান সেজারি কুলেশার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তবে তিনি স্টেডিয়ামে পৌঁছোনোর পরই ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ইনফান্তিনো বলেন, "বলার মতো অনেক কিছুই রয়েছে আমার। তবে সঠিক জায়গা এবং সময়ে বলব। আজ এ সব নিয়ে কথা বলার সময় নয়। এখানে আমরা ফুটবল উপভোগ করব।"

তিনি আরও বলেছেন, "বিশ্বের প্রতিটি দেশকে সুযোগ এবং মর্যাদা দেওয়ার জন্য ফিফা কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা সকলে ফুটবল ভালবাসি। খেলাটার সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করছি আমরা। প্রতিটি দেশের আরও উন্নতি, আরও বেশি অংশগ্রহণ এবং উদ্যাপনের উপায় খোঁজার চেষ্টা করছি।" আপনি কি পদত্যাগের কথা ভাবছেন? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি ফিফা সভাপতি।

বিশ্বকাপ-সহ ফিফার প্রথম সারির প্রতিযোগিতাগুলি বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে ফুটবল বিশ্বের একাংশ ইনফান্তিনোর নেতৃত্ব মানতে নারাজ। শুধু সদস্য দেশগুলিই নয়, ফিফার কিছু কর্তাও ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন। তাঁর সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছেন। দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছেন। বসে নেই ইনফান্তিনোও। তিনিও নিজের মতো করে রণকৌশল সাজাচ্ছেন।

মেলাঘরে সদরের জয়রথ, তেলিয়ামুড়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সিনিয়র মহিলাদের রাজ্য ক্রিকেটে জয়রথ অব্যাহত রাখল সদর। আজ রবিবার সকালে আয়োজিত ম্যাচে তেলিয়ামুড়াকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে দল। টানা দ্বিতীয় এই জয়ের ওপর ভর করে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টুর্নামেন্টের মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে নিল সদর। এদিন সকালে ৯টা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েও তেলিয়ামুড়া কোনো সুবিধা করতে পারেনি।

সদরের ধারালো বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র ২২.৩ ওভারে ৬৮ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের পুরো ইনিংস।

৬৮ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১১ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় সদর। বিজয়ী দলের হয়ে ব্যাট হাতে নিকিতা দেবনাথ ৩২ বলে ৩৩ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। তবে দলের জয়ে মূল ভূমিকা পালন করেন বোলাররা; অন্নপূর্ণা দাস ১০ রানের বিনিময়ে ৪টি মূল্যবান উইকেট নেন। অন্যদিকে, বল হাতে মাত্র ৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেওয়ার পাশাপাশি চমৎকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন অম্বেষা দাস।

বিশ্বের প্রথম ক্যাপ্টেন হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে রেকর্ড গড়লেন হরমনপ্রীত কৌর

দুবাই: মহিলা ক্রিকেটে শুধু নয়। বিশ্ব ক্রিকেটে এমন এক রেকর্ড গড়ে ফেললেন হরমনপ্রীত কৌর, যা মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা কারও নেই। এমনকী বিশ্ব ক্রিকেটে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১৫০ টি-টোয়েন্টি মাচে ক্যাপ্টেন্সি করার নজির গড়লেন হরমন। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল। মাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেট দল।

এখনও পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন হিসেবে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি মাচ খেলে ফেললেন হরমনপ্রীত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শনিবারের মাচটিই ছিল হরমনপ্রীতের কেরিয়ারের ১৫০ তম মাচ। এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। তিনি ১২১টি ম্যাচ খেলেছেন। তৃতীয় স্থানে রুয়ান্ডার মারি বিমেনয়িমানা। তিনি ১০১টি ম্যাচ ক্যাপ্টেন হিসেবে খেলেছেন।

বিসিসিআই-এর সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ অমল মজুমদার বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে অধিনায়ক হিসেবে এটি হরমনের ১৫০তম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। পুরুষ বা মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসেও যে কোনও ক্রিকেটারের মধ্যে সর্বাধিক। অসাধারণ খেলেছ হরমন, অনেক অভিনন্দন।"

অন্যদিকে পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করার রেকর্ড রয়েছে নামিবিয়ার গেরহার্ড এরাসমাসের। তিনি ৯১টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাঁর পরে রয়েছেন রুয়ান্ডার ক্লেটাস রুবাগুমিয়া ৯০টি ম্যাচ ও পাকিস্তানের বাবর আজম ৮৫টি ম্যাচ। ভারতের পুরুষ দলের হয়ে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ৭২টি টি টোয়েন্টি খেলার রেকর্ড রয়েছে প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির।

অধিনায়ক হিসেবে হরমনপ্রীত ভারতকে ৮৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয় এনে দিয়েছেন ও মাত্র ৫৭টি ম্যাচে হেরেছে। যেখানে তাঁর জয়ের হার ৬০ শতাংশেরও বেশি। তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত ২০১২, ২০১৬ ও ২০২২ সালে তিনটি এশিয়া কাপ খেতাব জিতেছে। এছাড়া কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছে ও এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে ভারতীয় দল।

এই ডানহাতি ব্যাটার ২০২০ সালের মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। সেবার রানার্স আপ হয় ভারত ও ঘরের মাঠে দেশকে ২০২৫ সালের মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শনিবারের মাচে টস জিত

অধিনায়ক হিসেবে ১৫০তম ম্যাচের টস করার সময় এই নজির প্রসঙ্গে হরমনপ্রীত বলেন, "অসাধারণ এক অনুভূতি। তবে আসল বিষয় হলো মাঠে খেলাটি উপভোগ করা, সেটিই মূল চাবিকাঠি। আমি সর্বদা সেটি বজায় রাখার চেষ্টা করি।"

আমবাসাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়ের ধারা বজায় রাখল খোয়াই দল। রবিবার বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় তারা ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করেছে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় নিশ্চিত করে খোয়াই সিনিয়র মহিলা দল প্রতিযোগিতাটির মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।

সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েও আমবাসার ব্যাটাররা ব্যর্থ হন। খোয়াইয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ধসে পড়ে আমবাসার পুরো ব্যাটিং লাইনআপ। তারা ৮ ওভার খেলে মাত্র ৬ রান সংগ্রহ করেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জবাবে জয়ের জন্য ৭ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে খোয়াই কোনো উইকেট না হারিয়ে মাত্র ২.১ ওভারেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। অনবদ্য বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচ সেরার খেতাব পান খোয়াইয়ের প্রিয়া সূত্রধর; তিনি ৪ ওভার বল করে মাত্র ২ রান দিয়ে তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উইকেট।

কৈলাশহরে প্রাক্তন খেলোয়ারদের মেগা কর্মসূচিতে প্রীতি ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। কৈলাশহরে প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে মেগা ফুটবল কর্মসূচি। এদিন সকালে শ্রীরামপুরে মূর্তির পাদদেশ থেকে সংহতি রেলি শুরু হয়। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে এসে মিলিত হয়। সংহতি রেলি উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ উপস্থিত সুদর্শন বৈদ্য, ডেপুটি ডাইরেক্টর অমিত যাদব পমুখরা। সকালে প্রয়াত খেলোয়াড়দের দশটায় স্মরণে বৃক্ষরোপণ হয়।বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় দুটি ফুটবল ম্যাচ। কুমারঘাট প্রবীণ টিম এবং কৈলাশহর প্রবীণ টিমের খেলায় কৈলাসহর প্রবীণ টিম ১-০ গোলে জয়ী হয়। বিকেলে ধর্মনগর সোনালী শিবির এবং কৈলাশহর বেস্ট ইলেভেনের মধ্যে উত্তেজনা পূর্ণ খেলার ধর্মনগর সোনালী শিবির দুই এক গোলে জয়ী হয়। মেগা কর্মসূচিতে প্রাক্তন প্রবীণ খোলার সংবর্ধনা জ্ঞাপন, গণ শোক সভা সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

ভারতের কাছে লজ্জার হারের পরও রিয়াজের কাছে পাকিস্তানই সেরা! এশিয়া কাপ জেতার দৌড়েও ফতিমাদের এগিয়ে রাখছেন

ভারতের কাছে লজ্জার হারের পরও ফতিমা সানার দলের পাশে ওয়াহাব রিয়াজ। তাঁর মতে, পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট দলই এশিয়ার সেরা। হরমনপ্রীত কৌরদের কাছে ৫৫ রানে অলআউট হওয়ার পরও রিয়াজ মনে করছেন, এশিয়া কাপ জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানেরই।

পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট দলের মেন্টর রিয়াজ। ভারতের কাছে গ্রুপের ম্যাচে হারের পর তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি আমাদের দলের খেলোয়াড়েরা প্রত্যেকে অত্যন্ত দক্ষ। ওদের শুধু নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। হংকংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের পরের ম্যাচ। ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যাতে পরের ম্যাচে সেগুলো আর না হয়। একই ভুল বার বার করতে চাই না আমরা। আমি এখনও বিশ্বাস করি এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য দল পাকিস্তান। কারণ পরিস্থিতি এখন আমাদের পক্ষে রয়েছে।"

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক সানা মির ভারতের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্য কর্তাদের দুষেছেন। তাঁর বক্তব্য দলে ব্যাপক রদবদল পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেছেন, গত বিশ্বকাপের পর একসঙ্গে সাত জন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া ঠিক হয়নি। তাঁর সমালোচনারও জবাব দিয়েছেন রিয়াজ। ফতিমাদের মেন্টর বলেছেন, "মিরের নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে। তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছি। আগে যারা ছিল, তারা অনেক বিশ্বকাপ এবং এশিয়া কাপ খেলেছে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল হয়নি। তাই নতুনদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনের প্রতিযোগিতাগুলোর জন্য নতুনদের সুযোগ দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "আগে কারা পাকিস্তানের হয়ে খেলত, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এই মুহূর্তে। আমাদের বাস্তব মেনে চলতে হবে। যারা বাদ গিয়েছে, তাদের পারফরম্যান্স ভাল ছিল না। নতুনদের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভুল নেই।"

ইমরানের পাশে এ বার লারা, নাম না করে পাকিস্তান সরকারকে তোপ, 'সাধারণ মানবিকতাটুকু অন্তত দেখানো হোক'

ইমরান খানের সমর্থনে একে একে সোচ্চার হচ্ছেন ক্রিকেটারেরা। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ইমরানের সতীর্থেরা আগেই খোলা চিঠি লিখেছিলেন পাকিস্তান সরকারকে। পরে মুখ খুলেছিলেন প্যাট কামিন্স। এ বার ইমরানের হয়ে সরব ব্রায়ান লারা। নাম না করে পাকিস্তান সরকারকে তোপ দেগে জানিয়েছেন, সাধারণ মানবিকতাটুকু অন্তত দেখানো উচিত একজন কিংবদন্তির জন্য।

২০২৩ থেকে রাওয়ানপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান। সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি কয়েক ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে নিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হলেও আবার জেলে ভরে দেওয়া হয়।

লারা শনিবার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "ইমরান খানের সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক বারই দেখা হয়েছে। কিন্তু ওঁর প্রতি সমীহ ছিলই এবং থাকবে চিরকালীন। যিনি নিজের কেরিয়ারের তুঙ্গে থাকার সময় পাকিস্তানের আশার আলো, গর্ব এবং অনুপ্রেরণা ছিলেন, তিনি কী করে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন তা ভাবতে আমার কষ্টই হচ্ছে। ওঁর যত্ন এবং চিকিৎসা হচ্ছে না। সেই সহমর্মিতা এবং সম্মান দেওয়া হচ্ছে না যার যোগ্য উনি।"

লারা আরও লিখেছেন, "আমি প্রাক্তন অধিনায়কদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রতিটি মানুষ যে যথাযথ, স্বাধীন চিকিৎসা এবং সম্মানের যোগ্য তা দেওয়া হোক ওঁকেও। এটা রাজনীতি নয়। আমাদের খেলার একজন কিংবদন্তির প্রতিটি সাধারণ একটা মানবিকতা।"

১৯৯০-এর শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাকিস্তান সফরে লারা এবং ইমরান চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন একে অপরের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ভারতের সুনীল গাওস্কর ও কপিলদেব, অস্ট্রেলিয়া গ্রেগ চ্যাপেল দাবি তুলেছেন ইমরানের সঠিক চিকিৎসার। কামিন্সও অনুরোধ করেছেন সম্মানের সঙ্গে ইমরানের চিকিৎসা করানোর।

তবে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব অনড়ই। সম্প্রতি লর্ডসে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড ম্যাচ চলাকালীন ইমরানের দুই সন্তান সুলেমান এবং কাসিমের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন মাইক আথারটন। প্রতিবাদে মধ্যাহ্নভোজের পর মাঠে দল না নামানোর 'হুমকি' দিয়েছিল পাকিস্তান। পরে অবশ্য দলের প্রত্যেকেই তা অস্বীকার করেছেন।

শিক্ষক প্রণাম অনুষ্ঠানে

গুণগত শিক্ষাকে সর্বস্তরে শক্তিশালী করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: শিক্ষার মান নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও ধরনের আপস করবে না বলে স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বেসরকারি বিএড কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং 'ভুয়া কলেজ' সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য ও নথি যাচাই না করে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার পরই এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। তাঁর কথায়, শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং কোনও ধরনের অনিয়ম প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, কোনও প্রতিষ্ঠান যদি ভুয়া সার্টিফিকেট বা নথির মাধ্যমে অনিয়ম করে থাকে এবং তদন্তে তা প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একইসঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যএই দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও ধরনের আপস করবে না বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে আন্দোলনের নামে ভাঙচুর ও অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন। তাঁর অভিযোগ, অতীতেও রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে কলেজে অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

কিশোর বর্মন বলেন, কলেজে কোনও ধরনের ভাঙচুর বা নাশকতা বরদাস্ত করা হবে না। যেখানে যেখানে এমন ঘটনা ঘটছে, সেগুলির তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কলেজের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার আহ্বান জানান উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কলেজ কোনও রাজনৈতিক লড়াইয়ের জায়গা নয়। কলেজ হচ্ছে জ্ঞান, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

কলেজ ক্যাম্পাসে দরজা-জানালা, টেবিল, কম্পিউটার কিংবা অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনাকে গুরুতর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই সম্পত্তি কোনও ব্যক্তি বা দলের নয়এগুলি জনগণের সম্পত্তি। তাই কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে এবং তদন্তে তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছাত্র সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, অভিযোগ করা হলেই কাউকে দোষী বলা যায় না। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে যে বা যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক সংঘাতের পরিবর্তে শিক্ষার পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

রাউৎখলায় পরপর দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

বিশালগড়, ৬ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় থানা এলাকায় পরপর চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুক্রবার রাতে রাউৎখলা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার রাতে একই এলাকায় ফের চুরির ঘটনা ঘটল। এবার চোরের দল হানা দেয় প্রয়াত সাংবাদিক সুব্রত সাহার বাড়িতে।

জানা গেছে, শনিবার রাতে বাড়ির সদস্যরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল বাড়িতে ঢুকে ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে চুরির বিষয়টি টের পান। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

পরপর চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বিশালগড় থানা এলাকায় দিন দিন চুরির ঘটনা বাড়লেও চুরি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাতের পাশাপাশি দিনের বেলাতেও এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হোক এবং দ্রুত চুরির ঘটনাগুলির কিনারা করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক।

এদিকে, পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চুরি যাওয়া সামগ্রী ও নগদ টাকার পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে বলে জানা গেছে।

রাধামাধব উন্নয়ন সংঘের দুর্গাপূজার খুঁটিপুজো সম্পন্ন

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে 'লোকাল ফর ভোকাল'-এ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে রাধামাধব উন্নয়ন সংঘ। রবিবার খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে এবারের দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

পূজা উদ্যোক্তাদের জানানো হয়েছে, এবারের দুর্গাপূজার আনুমানিক বাজেট ১১ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের উৎসাহিত করতে প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা এবং প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয়দেরই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

আয়োজকদের দাবি, এবারের পূজাকে আরও আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্যান্ডেল নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরির কাজও খুঁটিপুজোর দিন থেকেই শুরু হয়েছে।

পরিবারের তৎপরতায় চুরি চেষ্টা ব্যর্থ, আটক এক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। রবিবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ অভয়নগর এলাকার বাসিন্দা বানি ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে চুরি করতে এসে আটক এক ব্যক্তির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐদিন রাতে পরিবারের লোকেরা ঘড়ে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার সময় লক্ষ্য করতে পায় যে, বাইরে কিছু সন্দেহজনক আওয়াজ হচ্ছে। ওই আওয়াজের খোঁজ নিতে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পায় একটি লোক তাদেরকে দেখে পালাবার চেষ্টা করছে। তৎক্ষনাত তারা লোকটির পিছু ধাওয়া নেয় এবং তারে আটক করে টেলিফোনের পিলারে বেধে রেখে পূর্ব থানা খবর পাঠায়। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে এবং ওই লোকটি আটক করে। পরে পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা দেখতে পায় যে, তাদের ঘরে লাগানো এসির তার কেটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আটককৃত লোকটি। যদিও পরিবারের তৎপরতায় চুরি চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লোকটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং স্থানীয়দের অভিযোগ এমন সন্ধ্যারাতে এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের টহলদারির উপরও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দিল্লি থেকে ফিরেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি জোট ও আসন সমঝোতা নিয়ে মুখ খুললেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: দিল্লি সফর শেষে ত্রিপুরায় ফিরে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন, ভূমির অধিকার এবং আসন্ন রাজনৈতিক জোট ও আসন সমঝোতা নিয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া দিলেন তিপ্রামথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে এডিসি এলাকার ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সম্ভাব্য আসন সমঝোতার বিষয়টিও।

রঞ্জিত দেববর্মা জানান, তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল এডিসি এলাকার জনগণের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা। এই দাবি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং বিষয়টি বাস্তবায়নের বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই কেন্দ্র সরকারের একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় আসছেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করবেন। এডিসি এলাকায় থাকা খাস জমি বণ্টনসহ ভূমির অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া তৈরির কাজ চলছে। ১৫ দিনের মধ্যে সেই খসড়া সম্পূর্ণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভূমির অধিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে, আসন সমঝোতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কথা জানান তিনি। বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে বৈঠকে কোন এলাকায় কোন দলের সাংগঠনিক প্রভাব বেশি, তা পর্যালোচনা করে আসন সমঝোতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান রঞ্জিত দেববর্মা।

ইতিমধ্যে তিপরা মথার একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মনোনয়ন বহাল থাকবে কিনা, কিংবা জোটের স্বার্থে কোনো পরিবর্তন করা হবে কি নাসেই সিদ্ধান্ত আলোচনার পর নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

আলোচনায় প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ভূমির অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর দাবি, আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে ভূমির অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্যউভয় পক্ষের কাছেই গুরুত্ব পেয়েছে।

এদিকে, জোট ও আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট 'ফর্মুলা' নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও স্পষ্ট করেন রঞ্জিত দেববর্মা। স্থানীয়ভাবে কোন দলের প্রভাব কোথায় বেশি, তা বিবেচনা করেই আসন বণ্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সব মিলিয়ে, দিল্লি সফর শেষে রঞ্জিত দেববর্মার এই বক্তব্যকে ঘিরে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। তবে আগামীদিনে এর বাস্তবায়নে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে কিকি পরিবর্তন হয় সেটাই দেখার।

ডুকলীতে সরকারি কর্মচারীদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: মানবিকতার বার্তা নিয়ে সরকারি কর্মচারী এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের উদ্যোগে সূর্যমণিনগর বিধানসভার ডুকলীর ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরে প্রায় ৭০ জন রক্তদাতা রক্তদান করবেন বলে জানা গেছে।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত চন্দ্র ভৌমিক, সরকারি কর্মচারী কমিটির সভাপতি রোপক কুমার দত্ত-সহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামপ্রসাদ পাল স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রক্তের কোনো বিকল্প নেই এবং একজনের স্বেচ্ছায় রক্তদান সংকটাপন্ন রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এদিন বক্তব্যে রামপ্রসাদ পাল বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও কথা বলেন। পাশাপাশি সিপিএমের বিভিন্ন প্রচার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন তিনি।

উদয়পুরে বোলেরো-স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত তিন যুবক

উদয়পুর, ৬ সেপ্টেম্বর: উদয়পুর মহকুমার জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বৈষ্ণবীচর চৌমুহনী সংলগ্ন উদয়পুর-কাকড়াবন সড়কে বোলেরো ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন তিন যুবক। দুর্ঘটনায় আহত তিনজনকেই উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বৈষ্ণবীচর চৌমুহনী এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি ও স্কুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে স্কুটিতে থাকা তিন যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। আহতরা হলেন অর্পিত দাস (২০), অরিন্দম দাস (২১) এবং শুভ্রজিৎ দাস (২২)।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা আহত তিন যুবককে উদ্ধার করে দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কাকড়াবন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল এবং এর নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, অমরপুরে একটি দলীয় কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনাটি দেখতে পান কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার। দুর্ঘটনার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সড়কে নিরাপত্তা ও যান চলাচলের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান পথ দুর্ঘটনা রুখতে চালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা, অতিরিক্ত গতি এড়ানো এবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

গণেশ পূজা উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কৈলাসহর, ৬ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থী। উৎসবকে সামনে রেখে রবিবার কৈলাশহরের পানিচৌকি বাজারের শ্রীশ্রী গণেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শ্রীশ্রী চৈতন্য-নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আখড়ায় আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

এদিনের বসে আঁকো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি রাস্তা ড্রেজার দিয়ে কেটে দখলের অভিযোগ, বিপাকে ৪৫ পরিবার

কমলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর: সরকারি জমির রাস্তা ড্রেজার দিয়ে কেটে দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামনছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শ্বেতরাই ভিলেজ কাউন্সিলের ময়না পাড়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন প্রায় ৪৫টি পরিবার। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা কেটে দেওয়ার ফলে তাঁদের নিয়মিত যাতায়াতের পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, ময়না পাড়ায় বসবাসকারী উপজাতি পরিবারগুলির যাতায়াতের অন্যতম প্রধান রাস্তা এটি। অভিযোগ, সম্প্রতি খেলেন্দ্র দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি ড্রেজার দিয়ে সরকারি জমির ওই রাস্তা কেটে দেন। তাঁর সঙ্গে প্রিয়লাল দেবনাথ নামে আরও এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, রাস্তা কাটার পাশাপাশি সেখানে আগে থেকে বিছানো ইট তুলে নেওয়া হচ্ছে। প্রভাব খাটিয়ে সরকারি রাস্তা দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত যাতায়াতের পথটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন প্রায় ৪৫টি পরিবার। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যাতায়াতকারী পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত খেলেন্দ্র দেব্বর্মা ও প্রিয়লাল দেবনাথের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে সরকারি রাস্তা পুনরুদ্ধার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অন্যদিকে, সমস্যার সমাধানের দাবিতে ময়না পাড়ার একদল গ্রামবাসী কমলপুর প্রেস ক্লাবে এসে তাঁদের ক্ষোভ ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দৈনন্দিন যাতায়াতের পাশাপাশি স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবা পেতেও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তবে অভিযুক্তদের বক্তব্য বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা এবং রাস্তার জমির প্রকৃত মালিকানা ও অবস্থান তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে কৃষ্ণপুরে জনজাতি বৈঠক সিপিআইএম-কংগ্রেসকে নিশানা বিকাশের

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। এরই মধ্যে রবিবার বিজেপির ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল কার্যালয়ে জনজাতি সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠক থেকে সিপিআইএম ও কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিকাশ দেববর্মার অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও সিপিআইএম ও কংগ্রেস জনজাতি সমাজের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করেনি। তাঁর দাবি, জনজাতিদের উন্নয়নের পরিবর্তে অতীতে তাঁদের নিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা, পরিকাঠামো, আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আরও কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে বিকাশ দেববর্মা জানান, বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপ্রা মথা একসঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করবে। তাঁর বক্তব্য, জনজাতিদের উন্নয়নকে সামনে রেখেই এই রাজনৈতিক সমঝোতা। একইসঙ্গে সিপিআইএম ও কংগ্রেস যাতে জনজাতিদের নিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে না পারে, সেই লক্ষ্যেও তিন দল একসঙ্গে কাজ করবে বলে দাবি করেন তিনি।

রবিবারের বৈঠকে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনের সময়ের বাইরে গিয়েও জনজাতি এলাকার মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার বার্তা দেন মন্ত্রী।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা যুব মোর্চার সভাপতি বাপি মজুমদার, ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস-সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ততই রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। বিজেপি-আইপিএফটি-তিপ্রা মথার প্রস্তাবিত নির্বাচনী সমঝোতার বার্তায় আগামী নির্বাচনে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

উদয়পুরে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন সম্মানিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের ২ নম্বর হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল জাতীয় শিক্ষক দিবস-২০২৬।

অনুষ্ঠানে গত বছরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিআরকেএস-এর উদয়পুর মহকুমা কমিটির সভাপতি ধ্রুব রঞ্জন ধর, সম্পাদক দেবব্রত লোধ, টিআরকেএস গোমতী জেলা সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং গোমতী জেলা উপদেষ্টা তপন মজুমদার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক রঞ্জিত মল্লকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে শালগড়া বেরী উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নীতা দেবের নৃত্য পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাশাপাশি ফুলকুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সবিতা মজুমদার রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধ্রুব রঞ্জন ধর শিক্ষক সমাজের অবদান ও তাঁদের দীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর পাশাপাশি তাঁদের অভিজ্ঞতা আগামী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য আমন্ত্রিতদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বার্তাই উঠে আসে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত এক বিশেষ 'শিক্ষক দিবস' উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল হাউস-৫৪ ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফর্মিং আর্টস বিভাগ।

দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'শিক্ষক প্রণাম' দিয়ে। এই পর্বে বিশিষ্ট ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়।

শিক্ষক দিবসের এই বিশেষ দিনে দুই বিশিষ্ট শিক্ষককে সংবর্ধনা জানান শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা এবং হাউস ৫৪-এর ডিরেক্টর ধীমান মিত্র। দুই বরেণ্য রোল মডেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দর্শকাসনে উপস্থিত সকলেই তাঁদের দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান।

পবিত্র সরকার বলেন, "শব্দ নিয়ে যিনি কাজ করেন, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনাদের এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা আমাকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ।"

এই উপলক্ষে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, "আপনারা সকলেই জানেন, আমি স্পটলাইটের সামনে থাকার চেয়ে ক্যামেরার পিছনে থাকতেই বেশি পছন্দ করি। এই সম্মানের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে বিশেষ ধন্যবাদ।"

এরপর মঞ্চে শুরু হয় 'তারায়, তারায় বহুল জনপ্রিয় এই নাটকের বহু প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন। নাটকটি সৃজাতর উপন্যাস 'তারাভরা আকাশের নিচে' থেকে অনুপ্রাণিত এবং কিংবদন্তি শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas